জাতীয় সংগীত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
মরি হায়, হায় রে—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫-১৬

বাংলা একাডেমি

সূচিপত্র

ভূমিকা ৭

বাংলা একাডেমি : একুশ শতকের মিশন ও ভিশন

১. **অবকাঠামোগত দিক** ৭-৯
- ১.১ বাংলা একাডেমি স্টাফ কোয়ার্টার্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প
- ১.২ বাংলা একাডেমি পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়ন শীর্ষক কর্মসূচি

২. **বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন** ৯-১৩
- ২.১ ইউনেস্কোর Intangible Cultural Heritage of Humanity-এ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদান রেজিস্ট্রেশন অন্তর্ভুক্তি শীর্ষক কর্মসূচি
- ২.২ বাংলা একাডেমি প্রেস আধুনিকায়ন শীর্ষক কমসূচি
- ২.৩ বর্ধমান হাউসে লোকঐতিহ্য জাদুঘর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচি
- ২.৪ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা শীর্ষক কর্মসূচি

৩. **গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড** ৯-১৩
- ৩.১ বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস প্রণয়ন
- ৩.২ বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান সংকলন

৪. **আন্তর্জাতিক সম্মেলন** ১৩-১৪
- ৪.১ 'ফোকলোর সামার স্কুল, ঢাকা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মশালা
- ৪.২ হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০১৫

৫. **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম** ১৫-১৬
- ৫.১ কারিগরি প্রশিক্ষণ
- ৫.২ ভবিষৎ পরিকল্পনা

৬. **গ্রন্থাগার** ১৭-১৮

৭. **বাংলা একাডেমি প্রেস** ১৮

৮. **পত্রিকা** ১৮-২০
- ৮.১ উত্তরাধিকার
- ৮.২ ধানশালিকের দেশ
- ৮.৩ বাংলা একাডেমি পত্রিকা

৯. **উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন** ২০-২১
- ৯.১ বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
- ৯.২ নববর্ষ উদ্‌যাপন

১০. **একক বক্তৃতানুষ্ঠান** ২১-২৪
- ১০.১ ৭ই মার্চের ভাষণ বিষয়ে একক বক্তৃতা
- ১০.২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৩তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা

১০.৩ খ্যাতিমান গবেষক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ১৪৩-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা
১০.৪ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৩-তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা
১০.৫ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৬-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা

১১. অমর একুশে ২০১৫ উদ্‌যাপন ২৬-৩৩
১১.১ অনুষ্ঠানমালা
১১.২ অমর একুশে গ্রন্থমেলা
১১.৩ অন্যান্য অনুষ্ঠান

১২. বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন ৩৩

১৩. সমন্বয় ও জনসংযোগ ৩৪

১৪. পরিষদ ৩৪-৩৫
১৪.১ নির্বাহী পরিষদের সভা
১৪.২ জীবনসদস্য ও সদস্যপদ প্রদান
১৪.৩ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা ২০১৪

১৫. সম্মানসূচক ফেলোশিপ ২০১৪ প্রদান ৩৫

১৬. পুরস্কার ৩৫-৩৮
১৬.১ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৪
১৬.২ রবীন্দ্র পুরস্কার ২০১৫
১৬.৩ সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৪
১৬.৪ মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার ২০১৪
১৬.৫ কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার ২০১৩
১৬.৬ সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্ পুরস্কার ২০১৪
১৬.৭ চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার
১৬.৮ ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড
১৬.৯ মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড
১৬.১০ গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল

পরিশিষ্ট ৩৯

মাননীয় সভাপতি, সম্মাননীয় ফেলো, জীবনসদস্য ও সদস্যবৃন্দ

বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ঊনচল্লিশতম বার্ষিক সভায় আপনাদের জানাই শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। এ বছরের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় প্রতিবেদন পেশ করার শুরুতে আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং সকল গণআন্দোলনে নিহত বীর শহিদদের। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

বাংলা একাডেমি বাঙালির শত শত বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিনাশী ধারা ও মানবিক চৈতন্যে ভাস্বর সমন্বিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের (Pluralistic Cultural Tradition) ভিত্তিতে গঠিত বাঙালি জাতিসত্তার এক অনন্য প্রতীক প্রতিষ্ঠান। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বাঙালি মনীষার নানা উৎসের অনুসন্ধান, আবিষ্কার এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমাদের এই বিদ্বৎ সভাটি (learned body) বিগত ষাট বছরে বিশ্বের এক বিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিকতার কেন্দ্রে (Centre of Excellence) পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা তাই কোনো সামান্য ঘটনা নয়। কারণ দেশের সকল অঞ্চল এবং প্রান্ত থেকে বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে একাডেমি প্রাঙ্গণটি হয়ে উঠেছে আলোকোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

বাংলা একাডেমি : একুশ শতকের মিশন ও ভিশন

আমরা বলেছি 'গবেষণা-নিবিড় কেন্দ্র (Research-Intensive Centre), কর্মকাণ্ডের ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical Spread of activities) অর্থাৎ তৃণমূলে কর্মসূচির সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ ও জ্ঞাপনই (International Exposer) বাংলা একাডেমির লক্ষ্য'। হীরকজয়ন্তী বছরে ওই তিনটি মৌলিক নীতির বহুমাত্রিক বিন্যাস ও বিস্তারের মাধ্যমে একাডেমির একুশ শতকের মিশন ও ভিশনকে গভীরতর মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রধানত বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নত মানসম্পন্ন চর্চা ও গবেষণা এবং বাঙালি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস (Intellectual History) রচনা ও তার ব্যাখ্যা-বিশে- ষণই একাডেমির প্রধান কাজ। একাডেমির সূচনালগ্নে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, সৈয়দ আলী আহসান এ কাজ শুরু করেছিলেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু পরবর্তীকালে সে-ধারা প্রত্যাশিতভাবে বিস্তার ও গভীরতা লাভ করেনি। আমরা একাডেমির বিগত ৬০ বছরের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলা একাডেমিকে একুশ শতকের উপযোগী একটি ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে নবরূপায়ণের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করছি। এর দুটি দিক : ১. উপযোগী অবকাঠামো; এবং ২. উন্নত মানসম্পন্ন গবেষণা কার্যক্রমের পরিকল্পনা, উদ্ভাবনাময় ও একাগ্র শ্রম এবং মেধাবী প্রয়াসে তার বাস্তবায়ন।

১. অবকাঠামোগত দিক

অবকাঠামোগত নতুন রূপটি মাননীয় সদস্যবৃন্দ সহজেই চাক্ষুস করছেন। গত শতকের ঐতিহ্যবাহী বর্ধমান হাউস আর জরাজীর্ণ প্রেস ভবন নিয়ে গড়া একাডেমির জায়গায় এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নান্দনিক আটতলা **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রশাসনিক ভবন;** আর তার সঙ্গে সংযুক্ত **আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তন** ও **কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষ**। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনের মতো এমন নিখুঁত শ্রুতিগুণসম্পন্ন উন্নত সুযোগ-সুবিধাযুক্ত অত্যাধুনিক মিলনায়তন ঢাকায় নিতান্তই বিরল। এই

মিলনায়তনের পূর্বদিকের সুপরিকল্পিত স্থাপত্যবিন্যাস যেমন সাহিত্যিক-শিল্পী এবং সংস্কৃতিকর্মীদের আলাপচারিতা ও আড্ডার এক প্রিয় অঙ্গনে পরিণত হয়েছে তেমনি তার সঙ্গে সংযুক্ত পুকুরটির অবস্থান গোটা পরিবেশকে করেছে দৃষ্টিনন্দন। এছাড়া একাডেমি প্রকাশিত বই বিক্রয়ের আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য পাঁচতলা বিশিষ্ট ড. মুহম্মদ এনামুল হক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

১.১ 'বাংলা একাডেমি স্টাফ কোয়ার্টার্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প

ঢাকা শহরে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আবাসন একটি বড় সমস্যা। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দীর্ঘ ষাট বছর অতিক্রান্ত হলেও এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিজস্ব কোনো আবাসন সুবিধা ছিল না। ফলে সাধ্যের চেয়েও বেশি ভাড়ায় ভাড়া-বাড়িতে তাঁদের থাকতে হচ্ছে। এতে তাঁরা আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাই বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে উত্তরাস্থ ২ বিঘা ২ কাঠা নিজস্ব জমিতে ৫২৯৯.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০১৩ থেকে ২০১৫ সময়ে ১৩ তলাবিশিষ্ট ২টি আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এতে ১৪৪টি ফ্ল্যাট রয়েছে। উক্ত ফ্ল্যাটসমূহ শীঘ্রই কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বরাদ্দ দেওয়া হবে।

২. বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

২.১ 'ইউনেস্কোর Intangible Cultural Heritage-এ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদান রেজিস্ট্রেশন অন্তর্ভুক্তি' শীর্ষক কর্মসূচি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত 'ইউনেস্কোর Intangible Cultural Heritage-এ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদানকে রেজিস্ট্রেশনভুক্ত করা এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদানসমূহ জাতীয় সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান ও সাংস্কৃতিক সম্পদ হিসেবে আন্তর্জাতিক সংস্থায় তালিকাভুক্ত এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশের ঢাকাই জামদানী শাড়ি ইউনেস্কোর Intangible Cultural Heritage-হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছে। এছাড়া বাংলা নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রা, রিক্সা পেইন্টিং, নকশীকাঁথা ও যাত্রা আইটেমের প্রস্তাব ইতোমধ্যে ইউনেস্কোতে প্রেরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এগুলো Intangible Cultural Heritage-হিসেবে মনোনয়ন পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

২.২ 'বাংলা একাডেমি প্রেস আধুনিকায়ন' শীর্ষক কর্মসূচি

বাংলা একাডেমি প্রেস একাডেমির সকল ধরনের প্রকাশনা মুদ্রণ করে থাকে। দেশের জনগণের কাছে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় চিন্তা-চেতনা পৌঁছে দেওয়ার একটি প্রধান উপায় মুদ্রিত গ্রন্থ। কিন্তু বাংলা একাডেমি প্রেস আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে মানসম্পন্ন মুদ্রণের কাজ ঠিকমতো করতে পারছে না। এজন্য একাডেমি প্রেসের যথাযথ সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রয়োজন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে একটি উন্নত মুদ্রণালয় হিসেবে একাডেমির প্রেসকে গড়ে তোলা এই কর্মসূচির লক্ষ্য। আধুনিক মেশিন ক্রয় ও স্থাপনের মাধ্যমে প্রেসের মুদ্রণ ও বাঁধাই কাজে গতিশীলতা আনয়ন এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

উল্লিখিত কর্মসূচিটি ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৬২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত। কর্মসূচির কাজে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ২১৫.০০ লক্ষ টাকা সুষ্ঠুভাবে ব্যয় হয়েছে। এই অর্থ দিয়ে ১টি সিটিপি মেশিন, ১টি ফোল্ডিং মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।

২.৩ 'বর্ধমান হাউসে লোকঐতিহ্য জাদুঘর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মসূচি

একুশ শতকে বহুমাত্রিক জাদুঘরের চেয়ে সমন্বিত (integrated) ও বিষয়ভিত্তিক (thematic) জাদুঘর শিক্ষামূলক কার্যক্রমের জন্য অধিকতর ফলপ্রসূ। প্রত্যেক সমাজে মৌলিকতার একটি অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। সমাজের মনশ্চক্ষে এই মৌলিকতা কিভাবে নিরূপিত হচ্ছে-সেটা গুরুত্ববহ। সৃষ্টিশীলতা ঐতিহ্যের নির্যাস। লোকঐতিহ্য জাদুঘর বিষয়ভিত্তিক (thematic) জাদুঘর হিসেবে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির সৃষ্টিশীলতাকে উপস্থাপন করবে তাই প্রয়োজন বিভিন্ন আলোকে লোকজ সংস্কৃতির বহুমুখী অন্বেষণ। এই অন্বেষণে আমরা পরিষ্কার করতে চাই নিজস্ব জাতিসত্তাকে এবং এর অন্তর্নিহিত উপাদানসমূহ। এইসব উপাদানে সমৃদ্ধ হবে আমাদের জাতীয় চেতনা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে জাদুঘরের উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আধুনিক বিশ্বে বিষয়ভিত্তিক জাদুঘর তুলনামূলকভাবে বেশি আকর্ষণীয়। লোকঐতিহ্য জাদুঘরে বাংলাদেশের লোকঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বমূলক নিদর্শন প্রদর্শিত হবে। মাঠসমীক্ষার ভিত্তিতে মাস্টার আর্টিস্টদের কাছ থেকে নিদর্শন সংগৃহীত হচ্ছে। নিদর্শনগুলো masterpicec হিসাবে গণ্য হবে এবং ডিজিটালি প্রদর্শিত হবে। নির্বাচিত জাদুঘরে স্থাপিত/প্রদর্শিত বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি তথা লোকঐতিহ্যের প্রতিনিধিমূলক নিদর্শনগুলো আগামী প্রজন্মের কাছে পরিচিতি পাবে, যা এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

বাংলা একাডেমিতে ২০১৪-১৫ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদি 'বর্ধমান হাউসে লোকঐতিহ্য জাদুঘর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় গত বছর অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ২৮.৪০ লক্ষ টাকা কর্মসূচির আইটেম ও কোড অনুযায়ী নির্ধারিত খাতে যথাযথভাবে ব্যয় হয়েছে।

২.৪ 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা' শীর্ষক কর্মসূচি

উন্নততর জীবন বিকাশের পূর্বশর্ত জ্ঞানচর্চার অনুশীলন এবং জাতীয় ঐতিহ্যকে বিকশিত করে তার ভিত্তিতে আধুনিক জীবনবোধে উত্তরণ। সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে না পারলে এই উত্তরণ সম্ভব নয়। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি জাতির দর্পনস্বরূপ। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্মবোধ সৃষ্টিতে এর লালন ও পরিচর্যা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশের ঐতিহ্যভিত্তিক দেশজ সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে সরকার ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনার উপর বিশেষ গুরত্ব আরোপ করেছে। দেশজ সংস্কৃতি ঐতিহ্যের স্বরূপ সন্ধান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের প্রতি সরকারের যে নিরলস প্রয়াস ও সুস্পষ্ট নীতি রয়েছে বর্তমান কর্মসূচি তারই একটি বাস্তব প্রতিফলন। এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড আরো সম্প্রসারিত হবে এবং সৃজনশীল ও মননশীল সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনসহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে ।

উল্লেখিত কর্মসূচিটি ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৫৬৯.৫০ লক্ষ টাকায় অনুমোদিত। তন্মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ২১৯.৫০ লক্ষ টাকার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

৩. আন্তর্জাতিক সম্মেলন

৩.১ 'তৃতীয় ফোকলোর সামার স্কুল, শীর্ষক আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মশালা

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'ফোকলোর সামার স্কুল'-এর ন্যায় বাংলা একাডেমির ফোকলোর গবেষণা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ২০১৪ সাল থেকে ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগের তত্ত্বাবধানে উচ্চতর ফোকলোর কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৩ই থেকে ১৭ই এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত তৃতীয় বারের মতো পাঁচ দিনব্যাপী উচ্চতর ফোকলোর কর্মশালার (The Third Folklore Summer School, Dhaka) আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফোকলোরের সাম্প্রতিক তত্ত্ব, উপাত্ত, পদ্ধতি এবং বিভিন্ন আঙ্গিকের (Paradigm) সঙ্গে বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চাকারীদের পরিচয় করিয়ে দেয়াই এই কর্মশালার লক্ষ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং স্ব-উদ্যোগে ফোকলোর চর্চায় ব্যাপৃত আছেন এমন ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী এই উচ্চতর ফোকলোর কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালায় ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোর বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট ফোকলোর বিশেষজ্ঞসহ মোট ১৩ জন প্রশিক্ষক, অতিথি শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ফোকলোরের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন একটি দক্ষ বিশেষায়িত গ্রুপ গড়ে তোলাই এই স্কুলের লক্ষ্য।

১৩ই এপ্রিল, ২০১৬ বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে কর্মশালার উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ভারতের মহিশূরের প্রখ্যাত ফোকলোরবিদ অধ্যাপক জওহারলাল হান্ডু, ভারতের ফোকলোরবিদ অধ্যাপক টি. এস. সত্যনাথ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। ফোকলোর সামার স্কুল বিষয়ে সূচনা বক্তব্য রাখেন একাডেমির ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগের পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন এবং ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. ফিরোজ মাহমুদ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

ফোকলোরের এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ভারতের প্রফেসর জওহারলাল হান্ডু, প্রফেসর টি. এস. সত্যনাথ এবং বাংলাদেশের অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। প্রফেসর নিয়াজ জামান, জনাব মফিদুল হক, প্রফেসর সোনিয়া নিশাত আমিন, প্রফেসর সৈয়দ জামিল আহমেদ, প্রফেসর শাহিনুর রহমান অতিথি শিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে

ছিলেন জনাব শফিকুর রহমান চৌধুরী, ড. শাহিদা আখতার, ড. মাহবুব আলম। ড. ফিরোজ মাহমুদ তৃতীয় ফোকলোর সামার স্কুলের সমন্বয়ক এবং জনাব শাহিদা খাতুন এই স্কুলের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশালের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ফোকলোর গবেষকেরা এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৩ থেকে ১৭ই এপ্রিল, ২০১৬ পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত তৃতীয় ফোকলোর সামার স্কুল, ঢাকা'-র সমাপনী অনুষ্ঠান ১৭ই এপ্রিল আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি, সমাপনী বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক জওহারলাল হান্ডু ও অধ্যাপক টি. এস. সত্যনাথ। ড. ফিরোজ মাহমুদ সমন্বয়কারীর বক্তব্য প্রদান করেন। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। এই অনুষ্ঠানে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষাণার্থীদের সনদ প্রদান করা হয়।

বাংলা একাডেমি আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক কর্মশালা বাংলাদেশের ফোকলোর গবেষকদের সঙ্গে বিশ্ব ফোকলোরের সংযোগকে সুদৃঢ় এবং ফোকলোরের নতুনতর তাত্ত্বিক ধারণাগুলোর সাথে তাদের পরিচিত করেছে।

৪. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৪.১ কারিগরি প্রশিক্ষণ

বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার পাশাপাশি একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মধ্য দিয়ে। বাংলা একাডেমি থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১১,৫৫২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের অধিকাংশই সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র/ছাত্রী।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ উপবিভাগ পরিচালিত 'বাংলা একাডেমি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স'-এর ৩টি (৭৭, ৭৮ ও ৭৯তম) ব্যাচের কাজ হয়। ৭৭তম ব্যাচের ক্লাস ৫ই জুলাই ২০১৫ তারিখ শুরু হয়ে ৩১শে অক্টোবর ২০১৫ শেষ হয়। ৭৮তম ব্যাচের ক্লাস শুরু হয় ৮ই নভেম্বর ২০১৫ এবং শেষ হয় ২০শে ফেব্রুয়ারি ২০১৬। ৭৯তম ব্যাচের ক্লাস শুরু হয় ৯ই মার্চ ২০১৬ এবং শেষ হয় ১৬ই জুন ২০১৬। ৩টি ব্যাচে মোট ৫৫২ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে ৭৫ জন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত, ৪৭৪ জন ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণার্থী এবং ৩ জন বাংলা একাডেমির কর্মচারীদের পোষ্য। এই ৩টি ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে মোট ১৩,৩৬,৯৫৫.০০ (তের লক্ষ ছত্রিশ হাজার নয়শত পঞ্চান্ন) টাকা প্রশিক্ষণ ফি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। একাডেমির কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়সমূহ : ১. কম্পিউটার বিষয়ক তত্ত্বীয় জ্ঞান, ২. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, ৩. মাইক্রোসফট এক্সেল, ৪. মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট, ৫. ইন্টারনেট ও ই-মেইল।

নিচের সারণিতে জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৬ সময়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো :

কোর্স শিরোনাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ফি	কোর্সের মেয়াদ	সনদপত্র প্রদানের তারিখ
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৭৭তম ব্যাচ	১৮৪	৪,৬২,২৮০.০০	৫ই জুলাই ২০১৫ থেকে ৩১শে অক্টোবর ২০১৫	২২শে ফেব্রুয়ারি ২০১৬
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৭৮তম ব্যাচ	১৮৪	৪,৭২,১৭৫.০০	৮ই নভেম্বর ২০১৫ থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারি ২০১৬	১৯শে মে ২০১৬
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৭৯তম ব্যাচ	১৮৪	৪,০২,৫০০.০০	৯ই মার্চ ২০১৬ থেকে ১৬ই জুন ২০১৬	--
মোট	৫৫২	১৩,৩৬,৯৫৫.০০		

কারিগরি প্রশিক্ষণ উপবিভাগ পরিচালিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন :

১. দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত কম্পিটারসহ প্রশিক্ষণ ল্যাবের সকল কম্পিউটার সিস্টেমে ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

২. নতুন গ্রাফিক্স কোর্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে ৬৭তম ব্যাচ থেকে গ্রাফিক্সের উপর নিয়মিত ক্লাসের অতিরিক্ত পরিচিতিমূলক ক্লাস নেওয়া হচ্ছে।

৪.২ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে বড় পর্দায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কম্পিউটার ল্যাবে প্রশস্ত মনিটর স্থাপন এবং নতুন কম্পিউটার সিস্টেম ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে।

২. প্রচলিত ৩ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের পরিবর্তে ৬ মাস মেয়াদি কম্পিউটার ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে।

৩. 'প্রমিত বাংলা প্রশিক্ষণ' বিষয়ক কোর্স চালুর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৪. বাংলা একাডেমির কর্মকর্তাদের জন্য স্বল্পমেয়াদি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

৫. গ্রন্থাগার

বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশি বিদেশি মোট ৮৮৯ কপি বই সংগৃহীত হয়েছে। সংগৃহীত বইয়ের মধ্যে ক্রয়কৃত ১০৫ কপি এবং সৌজন্য হিসেবে প্রাপ্ত ৭৮৪কপি।

বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত নিম্নলিখিত দৈনিক পত্রিকাগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ডেইলি স্টার, ডেইলি সান, নিউএজ, ইনডিপেনডেন্ট, ইনকিলাব, ইত্তেফাক, প্রথম আলো, জনকণ্ঠ, যুগান্তর, কালেরকণ্ঠ, সমকাল, নয়াদিগন্ত, সংবাদ, সংগ্রাম, সকালের খবর, ভোরের কাগজ, দিনকাল।

উল্লিখিত সময়ে গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য যেসব সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

সাপ্তাহিক ও মাসিক (ক্রয়কৃত) : দি হলিডে, বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, অন্যদিন, আনন্দ আলো, ক্যানভাস।

সাপ্তাহিক (সৌজন্যে প্রাপ্ত) : সাপ্তাহিক আরাফাত, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সাপ্তাহিক চায়েরদেশ।

পাক্ষিক ও ত্রৈমাসিক (সৌজন্যে প্রাপ্ত) : উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, কারিগর, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, দেশপ্রসঙ্গ, প্রত্যাশা, বুলেটিন।

মাসিক (সৌজন্যে প্রাপ্ত) : পৃথিবী, কৃষি কথা, শিশু, আত তাহরীক, আলোক ধারা, হোমিও চেতনা, সত্যপ্রবাহ, অগ্রদূত, টইটম্বুর, ভারত বিচিত্রা, পতাকা, BEIJING REVIEW, CHINA TODAY, CHINA PICTORIAL

২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশি-বিদেশি সহস্রাধিক পাঠক/গবেষক বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছেন। এছাড়া প্রতিদিনই বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালকে ট্রাইবুনালের প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুযায়ী তথ্যসেবা প্রদান করেছে।

বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলোর একটি বর্ণনামূলক গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বহুভাষাবিদ ড. আবদুস সাঈদ গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়নের কাজ করছেন।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমির সম্মানিত ফেলো কবি মহাদেব সাহা একাডেমিতে সংরক্ষণের জন্য তাঁর মূল্যবান পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সম্মাননা স্মারক, ব্যক্তিগত সংগ্রহের মূল্যবান গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকাসহ আলমারি উপহার দিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ০৯.০৩.২০১৬ ও ৩০.০৫.২০১৬ তারিখে উল্লিখিত সামগ্রী একাডেমির পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে বই ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন বাবদ সর্বমোট ২,৫০,৩৬৫.০০ (মাত্র দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তিনশত পঁয়ষট্টি) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৬. বাংলা একাডেমি প্রেস

বাংলা একাডেমি প্রেসে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলা-ইংরেজি অভিধান ৫৬ ফর্মা ৮,০০০ (আট হাজার) কপি, ইংরেজি-বাংলা অভিধান ৫৮ ফর্মা ২০,০০০ (বিশ হাজার) কপি, প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম ২০,০০০ (বিশ হাজার) কপি, উচ্চারণ অভিধান ৩৮ ফর্মা ৩,০০০ (তিন হাজার) কপি, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি, ফার্সি, উর্দু শব্দের অভিধান ১৫ ফর্মা ২,২৫০ (দুই হাজার দুইশত পঞ্চাশ) কপি, সহজ বাংলা অভিধান ৩০ ফর্মা ১০,০০০ (দশ হাজার) কপি, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান ৭৯ ফর্মা ৭০০০ (সাত হাজার) কপি, সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান ৩৯ ফর্মা ১০,০০০ (দশ হাজার) কপি এবং আধুনিক বাংলা অভিধান ৯১ ফর্মা ৬,২৫০ (ছয় হাজার দুইশত পঞ্চাশ) কপি মুদ্রণ ও বাঁধাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

পুনর্মুদ্রণসহ বাংলা একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ/উপবিভাগের ৯৭টি গ্রন্থ, ৭টি পত্রিকা এবং ৪১টি জব কাজের মুদ্রণ ও বাঁধাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উপর্যুক্ত অভিধান ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থ ও পত্রিকার মোট ২,৩০০ ফর্মার (৪ কালার ছবিসহ) মুদ্রণ ও বাঁধাই কাজ করা হয়েছে। গ্রন্থগুলোর কভার, জ্যাকেট ৪ রঙে মুদ্রিত ও লেমিনেটিংকৃত। অধিকাংশ গ্রন্থের মুদ্রণ পেস্টিং বাঁধাই কাজ বাংলা একাডেমির প্রেসে সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাংলা একাডেমি প্রেসে প্রযুক্তিগত সর্বাধুনিক সুবিধা ও পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় জরুরি প্রয়োজনে কখনো কখনো একাডেমির তালিকাভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলা একাডেমি প্রেসে ৩০.০৬.২০১৬ তারিখ পর্যন্তমুদ্রণ ও বাঁধাই কাজ বাবদ ২,৮৬,৫৮,১৩৬.০০ (দুই কোটি ছিয়াশি লক্ষ আটান্ন হাজার একশত ছত্রিশ) টাকার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাংলা একাডেমি প্রেসে আধুনিকায়নের আওতায় বাঁধাই শাখার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ফোল্ডিং মেশন ও একটি সিটিপি (কম্পিউটার টু প্লেট) মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।

৭. পত্রিকা

৭.১ *উত্তরাধিকার*

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে মাসিক উত্তরাধিকারের ৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ সংখ্যা ৩ টি।

৬০তম সংখ্যার মূল প্রতিপাদ্য গ্যুয়েন্টার গ্রাস। তাঁকে নিয়ে এখানে প্রবন্ধ, নিবন্ধের পাশাপাশি তাঁর লেখা থেকে বেশ কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধ লিখেছেন নাসির আলী মামুন, রশীদ হায়দার, দাউদ হায়দার ও বেলাল চৌধুরী। তাঁর দ্যা টিন ড্রাম উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়সহ একটি প্রবন্ধও এতে অনূদিত হয়েছে। এছাড়া আছে উত্তরাধিকারের নিয়মিত বিষয়াদি কবিতা, গল্প।

৬১তম সংখ্যাটি বৈচিত্র্যময়। রাধারমণ নিয়ে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন যথাক্রমে মোস্তাক আহমাদ দীন ও মুকিদ চৌধুরী। শক্তিনাথ ঝা-র 'সত্যের সন্ধানে' প্রবন্ধটি এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। মৌলবী আবদুল ওয়ালীর যে লেখাটি সালাউদ্দীন আইয়ুব অনুবাদ করেছেন তা এই সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়াও জেন গল্প ও জেন কবিতা ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনে উত্তরাধিকারের নিয়মিত বিষয়গুলি ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

৬২তম সংখ্যার শুরুতেই আছে বাংলা একাডেমির ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম ও ফজলে রাব্বির বক্তৃতা। এছাড়াও পবিত্র সরকার ও পিয়াস মজিদের দুটি প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয় ছিল 'বাংলা একাডেমি'। নিয়মিত বিষয়াদির সঙ্গে উত্তরাধুনিকতা নিয়ে মানব মুখার্জির প্রবন্ধটি এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

৬৩তম সংখ্যার প্রায় সমস্ত লেখাই লাতিন আমেরিকার সাহিত্য দিয়ে সাজানো। ওই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বশীল লেখকদের গল্প প্রবন্ধের কোনো কোনোটি মূল স্প্যানিশ ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছে। এছাড়া বাংলা একাডেমিতে আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব নিয়ে মাহবুবা রহমানের একটি নিবন্ধ ও কামাল চৌধুরীর নির্বাচিত কবিতা নিয়ে মোস্তাক আহমাদ দীনের লেখা এই সংখ্যার ব্যতিক্রমী আয়োজন।

৬৪তম সংখ্যাটি রফিক আজাদকে নিবেদিত। রফিক আজাদকে নিয়ে এদেশের প্রধান লেখক কবি, প্রাবন্ধিকদের নানান লেখা এই সংখ্যাটিকে ঋদ্ধ করেছে। এতে সূচিবদ্ধ হয়েছে সৈয়দ শামসুল হক, আসাদ চৌধুরী, অসীম সাহা, সালাউদ্দীন, আইয়ুব, মাসুদুজ্জামান, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, অনু হোসেন, মোহাম্মদ সামাদ, রশীদ হায়দার, দিলারা হাফিজ, আদিলা বকুল, কামাল চৌধুরী, ফারুক আলমগীর ও পিয়াস মজিদ। এছাড়া মুদ্রিত হয়েছে কয়েকটি কবিতা।

৬৫তম সংখ্যার দুটি আয়োজন যথাক্রমে কাঞ্চন গ্রাম ও পাঁচ তরুণের গল্প। কাঞ্চন গ্রাম নিয়ে তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন রফিকউল্লাহ খান, সৈয়দ আজিজুল হক ও পিয়াস মজিদ। ৫ তরুণের গল্পে সূচিবদ্ধ হয়েছেন মাহবুব ময়ূখ রিশাদ, এমরান কবির, আশরাফ জুয়েল, খালিদ মারুফ ও সাফিউল্লাহ।

এছাড়া উত্তরাধিকারের নিয়মিত আয়োজনের সঙ্গে আছে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার।

৭.২ *ধানশালিকের দেশ*

ধানশালিকের দেশ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত শিশু-কিশোর উপযোগী একটি নিয়মিত সৃজনশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা। দীর্ঘদিন যাবৎ এই পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। এই বিশেষ সাময়িকীটিতে দেশের শীর্ষ-সাহিত্যিক, কবি ও ছড়াকারদের শিশু-কিশোর উপযোগী লেখা মুদ্রিত হয়; দেশের প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ লেখকদের পাশাপাশি এই পত্রিকায় সম্ভাবনাময় কিশোর ও নবীন লেখকদের লেখাও প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে পত্রিকাটির আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাদুঘর সংখ্যা, নদী সংখ্যা, পিঁপড়া সংখ্যা, হাতি সংখ্যা, গোলাপ সংখ্যাসহ অনেকগুলো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত ও পাঠক-সমাদৃত হয়েছে। তন্মধ্যে সম্প্রতি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু' সংখ্যাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি সুধী

পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যাটি বর্ধিত আকারের বিশেষ সংখ্যা। বর্তমানে পত্রিকাটির ৪৩বর্ষ ১ম-৪র্থ সংখ্যা (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৫) যৌথসংখ্যা যন্ত্রস্থ। গত দুই সংখ্যা থেকে পত্রিকাটিতে সংযোজিত হয়েছে কিছু নতুন বিভাগ : প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন রচিত মোল্লা নাসিরুদ্দীন হোজ্জার জীবনী ও তাঁর গল্পের রূপান্তরভিত্তিক ধারাবাহিক কিশোর-উপন্যাস, বিশ্বসাহিত্য থেকে অনূদিত গল্প ও উপন্যাস, শিশু-কিশোরদের প্রশ্নোত্তর বিভাগ 'মাথায় যত প্রশ্ন আসে'– যাতে মুক্তিযুদ্ধ, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বরেণ্য লেখক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, কম্পিউটার-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ জনাব মোস্তাফা জব্বারসহ দেশের খ্যাতনামা লেখক, বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদগণ। থাকছে কার্টুনিস্ট আহসান হাবীবের নিয়মিত কার্টুন-কমিকস্ 'বিজ্ঞানী বঙ্কু' এবং শিশু-কিশোরদের আঁকা ও লেখা নিয়ে আলাদা বিভাগ 'কচি হাতের তুলি-কলম'। বাংলা একাডেমির ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এ বছর (২০১৬) ডিসেম্বর মাসে এই প্রকাশনার পরবর্তী সংখ্যা বর্ধিত কলেবর-সমৃদ্ধ বিশেষ 'বাংলা একাডেমি হীরকজয়ন্তী সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিতব্য। উল্লেখ্য, প্রতিটি বিশেষ সংখ্যার মধ্যে ধারাবাহিক বিভাগ ও পর্বসমূহ অব্যাহতভাবে মুদ্রিত হবে।

৭.৩ *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*

বাংলা একাডেমি পত্রিকা বাংলাদেশের প্রথম গবেষণা পত্রিকা হিসেবে ১৯৫৭ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ পত্রিকা মূলত একটি গবেষণাধর্মী ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

৮. উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

৮.১ বাংলা একাডেমির দু'দিনব্যাপী হীরকজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান

বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি ৩রা ডিসেম্বর ২০১৫ প্রতিষ্ঠার ষাট বছর পূর্ণ করছে। গৌরব ও ঐতিহ্যের ছয় দশক পূর্তিতে বাংলা একাডেমি ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর ২০১৫ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দু'দিনব্যাপী হীরকজয়ন্তী উৎসবের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

৩রা ডিসেম্বর ২০১৫ বৃহস্পতিবার সকাল ৯:০০মিনিটে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধ এবং ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল-াহ্‌র সমাধিতে একাডেমির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দু'দিনব্যাপী উৎসবের সূচনা হয়।

বিকাল ৩:৩০ মিনিট একাডেমির রবীন্দ্র-চত্বরে বাংলা একাডেমির সদস্য-ফেলো-কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মানে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিকাল ৫:০০মিনিট আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে হীরকজয়ন্তী স্মারক বক্তৃতানুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। *Puthis and the Savants : U.Ve. Swaminatha Iyer*

(Tamil) and Abdul Karim Sahitya Visharad (Bengali) শীর্ষক হীরকজয়ন্তী স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন ভারতের চেন্নাইয়ের বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ভি. বি গণেশন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি বিশিষ্ট নাট্যজন শাঁওলী মিত্র এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-এর সভাপতি বারিদবরণ ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

বিকাল ৫:০০ মিনিটে একাডেমির নভেরা প্রদর্শনী কক্ষে *বাঙালি মনীষার দীপ্ত প্রতিকৃতি* শীর্ষক ২৪ দিনব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি। এছাড়া উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত *বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠাবার্ষিক বক্তৃতা* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট শিল্পী, নজরুল-দৌহিত্রী অনিন্দিতা কাজী, শিল্পী রফিকুল আলম এবং শিল্পী অণিমা রায়।

৮.২ নববর্ষ উদ্‌যাপন

বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ১লা বৈশাখ ১৪২৩ সনকে বরণ এবং ১০ দিনব্যাপী বইয়ের আড়ং-এর আয়োজন করে। সকাল ৭:৩০ টায় 'বৈতালিক রবীন্দ্রসংগীতাঙ্গন'-এর পরিবেশনায় শিল্পী তপন মাহমুদের পরিচালনায় বর্ষবরণ সংগীতের মধ্য দিয়ে একাডেমির রবীন্দ্র চত্বরে নববর্ষের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর ছিল আলোচনা সভা একক বক্তৃতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি। বাংলা নববর্ষ বিষয়ে একক বক্তৃতা প্রদান করেন জামিল চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে শামসুজ্জামান খান বলেন, নববর্ষের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মানবিক চেতনা ধারণের মাধ্যমে একটি সুসংহত জাতিসত্তা গঠনই হওয়া উচিত আমাদের মূল লক্ষ্য। এই চেতনাই পারে জঙ্গিবাদকে নির্মূল করতে।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি বলেন, নববর্ষ অনুষ্ঠানটি আমরা এখন আরও বেশি লৌকিকভাবে পালন করছি এবং এটি আমাদের জাতিসত্তার অংশ হয়ে গেছে।

একক বক্তা জনাব জামিল চৌধুরী বলেন, নানা বাধা বিপত্তি থাকলেও নববর্ষ উদ্‌যাপন স্তিমিত হয়ে যায়নি। এটি এখন একমাত্র অনুষ্ঠান যা আমরা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একত্রে পালন করি। মঙ্গল শোভাযাত্রা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই শোভাযাত্রার সবচেয়ে বড় অর্জন- এর মাধ্যমে আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং এর পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে পেরেছি।

সভাপতির বক্তব্যে ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান নববর্ষে সকলের সুখ শান্তিকামনা করে বলেন, যারা আগামী দিনে আমাদের নাগরিক, যাদের হাতে

দেশ গড়ে তোলার ভার, তারা যেন সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে জীবনকে দেখতে পারে; তাদের মধ্যে যেন দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়।

এছাড়া বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একাডেমি প্রাঙ্গণে ১০ দিনব্যাপী বৈশাখি মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বৈশাখি মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম আক্তারী মমতাজ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। সভাপতিত্ব করেন বিসিকের চেয়ারম্যান মোঃ হজরত আলী।

৮.৩ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

বাংলা একাডেমি ২রা পৌষ ১৪২২/১৬ই ডিসেম্বর ২০১৫ বুধবার মহান বিজয় উপলক্ষ্যে সকাল ৮:০০টায় একাডেমির পক্ষ থেকে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে দিনের কর্মসূচি শুরু করে। বিকাল ৪:০০টায় একাডেমির নজরুল মঞ্চে ছিল আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলা একাডেমি* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা পিয়াস মজিদ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-এর ট্রাস্টি মফিদুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নিশাত জাহান রানা। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, বাঙালির আড়াই হাজার বছর ইতিহাসে একাত্তর সালে পাকিস্তানের হাত থেকে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের মতো বড় অর্জন আর নেই। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমরা যে স্বাধীন, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পেয়েছি তার পেছনে বাংলা একাডেমি এবং বাংলার কবি-লেখক ও বুদ্ধিজীবীদেরও রয়েছে অসামান্য ভূমিকা।

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলা একাডেমি শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা পিয়াস মজিদ বলেন, মুক্তিযুদ্ধে বাংলা একাডেমির প্রত্যক্ষ ভূমিকা যেমন ছিল তেমনি একাডেমি প্রাঙ্গণে ও মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল সময়খণ্ডে বিভিন্ন সংগঠনও অবাধে একাডেমি অঙ্গণে স্বাধীনতার স্বপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিপর্ব থেকেই তাদের সভা, সেমিনার ও মিছিল পরিচালনা করেছে। একাডেমির কর্মীদের কাছে যেমন এই প্রতিষ্ঠান মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার অঙ্গীকারের স্থল ছিল তেমনি একাত্তরে একাডেমি বাংলার স্বাধীনতাকামী কবি-লেখক-সংস্কৃতিকর্মী-বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে হয়ে উঠেছিল বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির এক অনন্য অভয়-অঙ্গণ। বাংলা একাডেমি স্বাধীনতাকামী বাঙালি সংস্কৃতির চেতনার প্রতিনিধিত্বশীল

প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল যার কারণে ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী বাংলা একাডেমিকেও তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছিল। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবির সমর্থনে আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীসহ লক্ষাধিক মানুষের গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে একাডেমি একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচারের দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রেও পালন করে অগ্রণী ভূমিকা।

আলোচকবৃন্দ বলেন, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার সময় থেকে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে এবং ষাটের দশক থেকে বাঙালি চেতনা ও মননশীলতা চর্চার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। বাঙালি সংস্কৃতির বোধ ও রাজনৈতিক চেতনার সম্মিলনে বাংলা একাডেমি মুক্তিযুদ্ধ পূর্বসময় থেকে এক মহান মহীরূহরূপে আবির্ভূত হয়। বাঙালির মুক্তিমুখিন বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ভিত্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বাংলা একাডেমি।

সভাপতির বক্তব্যে ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, বিজয় দিবসে আমরা যেমন নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীনতা লাভের আনন্দের প্রতিধ্বনি শুনি তেমনি অসংখ্য মানুষের ক্রন্দন ও শোকেরও প্রতিধ্বনি শুনি। যে মূল্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি তা সামান্য নয় এবং তা চিরকাল গর্বের বিষয় হয়ে থাকবে। ১৯৫২ থেকে যেমন আমাদের রাজনৈতিক চেতনা অগ্রসর হয়েছে তেমনি আমাদের সাংস্কৃতিক বোধ সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নানামুখী অবদানের পাশাপাশি স্বাধীনতার চেতনা সৃষ্টিতেও বাংলা একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৮.৪ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

বাংলা একাডেমি ১২ই চৈত্র ১৪২২/২৬শে মার্চ ২০১৬ শনিবার মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সকাল ৮:০০টায় মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের নেতৃত্বে একাডেমির পক্ষ থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিকাল ৪:০০টায় একাডেমির নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট নাট্যজন মামুনুর রশীদ, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং অধ্যাপক মমতাজ লতিফ। সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। অনুষ্ঠানের শুরুতে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী কল্যাণী ঘোষ, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, রূপা ফরহাদ এবং মনোরঞ্জন ঘোষাল।

স্বাগত ভাষণে শামসুজ্জামান খান বলেন, আজ বাঙালির, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। বাঙালির হাজার বছরের গৌরবগাথার এক দীপ্ত দিবস। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একাত্তরে যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছিলাম আজ তার সুফল ভোগ করছি। অর্থনীতির ভগ্নদশা কাটিয়ে আমরা এখন সমৃদ্ধির পথে, নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অগ্রগতিতেও দেখিয়েছি উলে- খযোগ্য সাফল্য। তবে

এখন প্রয়োজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ নতুন প্রজন্মের গড়ে ওঠার সর্বত্র গণতান্ত্রিকতার চর্চা; যার মাধ্যমে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে।

আলোচকবৃন্দ বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তাকে ব্যর্থ করতে পঁচাত্তরের পর থেকে স্বাধীনতাবিরোধী, পাকিস্তানবাদী চক্র সক্রিয় রয়েছে। এরা বারবার ছোবল মারছে আমাদের সমস্ত অর্জনে। এদের বিচারের দাবিতে বাঙালি জাতি যেমন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ঠিক তেমনি আমাদের আরো কিছু শত্রুট-যেমন সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি, অশিক্ষা, জঙ্গিবাদ, বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতে হবে। তাঁরা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়ক এদেশের কৃষক, শ্রমিক এবং খেটে খাওয়া মানুষরা তাদের প্রাপ্য স্বীকৃতি পায়নি। স্বাধীনতা লাভের পর গত পঁয়তালি-শ বছরে ধনী-গরিবের বৈষম্য প্রকট হয়েছে, সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বত্র লুটেরা শ্রেণি তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে এবং স্বাধীনতার সুফল এদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এখন প্রয়োজন সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন এবং সমাজ-রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সুশাসন ও সমতা নিশ্চিতকরণ।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, স্বাধীনতা দিবস যেমন অর্জনের দিবস তেমনি শপথেরও দিবস। এই মহান দিনে আমাদের শপথ নিতে হবে একটি অসাম্প্রদায়িক, সমৃদ্ধ, সুশিক্ষিত এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের।

৯. একক বক্তৃতানুষ্ঠান

৯.১ ৭ই মার্চের ভাষণ বিষয়ে একক বক্তৃতা

বাংলা একাডেমি ২৪শে ফাল্গুন ১৪২২/৭ই মার্চ ২০১৬ সোমবার সকাল ১১:০০টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষ্যে কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি স্বকণ্ঠে পাঠ করে শোনান দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র ফারহান সাদিক খান সামি। অনুষ্ঠানে *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : স্বাধীন বাংলাদেশে উত্তরণের পথ নির্দেশ* শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম. এম. আকাশ। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, জাতীয় জাদুঘর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান আজিজ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সুভাষ সিংহ রায় প্রমুখ।

একক বক্তা অধ্যাপক ড. এম. এম. আকাশ বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এখন ইতিহাসের স্থিরচিত্রে পরিণত হয়েছে। এ ভাষণ মূলত বাঙালির *বজ্রকণ্ঠ*। ঐ কণ্ঠস্বর শুনে বাঙালিরা জাতীয় ইতিহাসের সংগ্রামী মোহনায় ফিরে যান। যে ইতিহাস পুনরুদ্ধারের কাজ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করার মাধ্যমে, মৌলবাদ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতিমুক্ত আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টার মাধ্যমে, বৈষম্যমুক্ত শোষণহীন সমাজ কায়েমের লড়াইয়ের মাধ্যমে, প্রতিটি মানুষের মানবাধিকার কায়েমের সাংবিধানিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে

আজও বহমান এবং যার উৎসমুখ ও প্রেরণাস্থল সন্ধানের জন্য আজ এবং আগামীতেও বহুবছর ধরে আমাদের ফিরে যেতেই হবে এই ভাষণটির কাছে।

সভাপতির বক্তব্যে শামসুজ্জামান খান বলেন, বঙ্গবন্ধু যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ছিলেন তা তাঁর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়েও প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর সংগ্রামী ও রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে এবং একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি অসাম্প্রদায়িক জনগণতান্ত্রিক বাঙালি জাতিরাষ্ট্র।

৯.২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে ১৭ই শ্রাবণ ১৪২২/১লা আগস্ট ২০১৫ থেকে ৩১শে শ্রাবণ ১৪২২/১৫ই আগস্ট ২০১৫ পর্যন্তপক্ষকালব্যাপী বক্তৃতামালা এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানমালার প্রথম দিন ১৭ই শ্রাবণ ১৪২২/১লা আগস্ট ২০১৫ শনিবার বিকাল ৫:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু স্মরণে একক বক্তৃতা। বঙ্গবন্ধু এবং ১৫ই আগস্টের সকল শহিদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং শিল্পী পাপিয়া সারোয়ারের কণ্ঠে 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু' সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। একক বক্তৃতা প্রদান করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি এবং ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী।

স্বাগত ভাষণে শামসুজ্জামান খান বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির রাষ্ট্রস্বপ্নের সার্থক রূপকার। বাঙালি জাতির হাজার বছরের স্বাধীনতার বাসনাকে তিনি ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাস্তব-রূপ দান করেছেন। দেশ-বিদেশের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিশে- ষকগণ সংগত কারণেই তাঁকে রাজনীতির কবি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের পিতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

একক বক্তৃতায় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে সূচনাপর্বই ছিল ঘটনাবহুল। প্রথমে বিপ- বী দলের প্রতি সম্মোহন, সুভাষ বসুর রাজনৈতিক পন্থার প্রতি আগ্রহ ক্রমান্বয়ে মোড় নিয়েছে বাংলা ও বাঙালিকে ঘিরে স্বতন্ত্র-স্বাধীন কর্মপন্থায়। ১৯৪৮ এ ভাষা সংগ্রামের প্রথম পর্যায় থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগ গঠন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাঙালির মুক্তির দাবি সংযোজনের সংগ্রাম, সামরিক শাসন প্রত্যাহারের আন্দোলন, ঐতিহাসিক ছয় দফা উত্থাপন, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, বঙ্গবন্ধু উপাধি লাভ, '৭০ এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়, '৭১ এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ইত্যাদি সকল

কর্মপ্রবাহে আমরা দেখবো নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির মধ্য দিয়ে সব সময় বাঙালির জাতির সার্বিক মুক্তির পথকে প্রশস্ত করতে চেয়েছেন তিনি। ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, বস্তুত ৭ই মার্চের ভাষণেই ব্যক্ত ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। ২৬শে মার্চে তিনি যে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন তার ঐতিহাসিক প্রমাণাদি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যারা তা মানতে চায় না তারা ইতিহাসের সত্যকেই অস্বীকার করে। স্বাধীনতার পর স্বল্প সময়ের ক্ষমতাকালে একটি আদর্শ সংবিধান প্রণয়ন এবং শিক্ষা-শিল্পবাণিজ্য-পররাষ্ট্র ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। ঘাতকের গুলিতে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেমন আঘাতপ্রাপ্ত হয় তেমনি পরিত্যক্ত হয় ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন সম্ভব হবে।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁর চেতনাপথেই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের উন্মোচনে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করা সময়ের দাবি।

৯.৩ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৪শে বৈশাখ ১৪২৩/০৭ই মে ২০১৬ শনিবার বিকাল ৪:০০টায় কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বক্তৃতানুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। *রবীন্দ্রনাথ : মানুষের পক্ষে, প্রগতির পথে* শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট চিন্তক ও রাজনীতিক হায়দার আকবর খান রনো। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে শামসুজ্জামান খান বলেন, বিশ্বব্যাপী সভ্যতার সংকট ঘনায়মান দেখে রবীন্দ্রনাথ ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মানুষের পক্ষে নিয়েছেন দৃঢ় অবস্থান। যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তাঁর অঙ্গীকার আমাদের অনুপ্রাণিত করে সবসময়। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমি সম্প্রতি তিন খণ্ডে *রবীন্দ্রজীবন* প্রকাশ করেছে, শীঘ্রই এই জীবনীর আরো দুটি খণ্ড প্রকাশিত হবে।

একক বক্তৃতায় হায়দার আকবর খান রনো বলেন, রবীন্দ্রনাথ মানবতার কবি। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও বিকাশই তাঁর জীবন ও সৃষ্টির মূল কথা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ বরাবরই ছিল। বয়স যত বেড়েছে, বিজ্ঞানমনস্কতা তত বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে একজন মহাকবির হাত দিয়ে *বিশ্বপরিচয়* নামক বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া আশ্চর্যের ঘটনা বৈকি। তিনি বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও সাহিত্যে যে জাগরণ তৈরি হয়েছিল, সে ধারারই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি যুগস্রষ্টাও বটে। সামন্তসংস্কৃতি, শ্রেণি-শোষণ ও

সামাজিক শোষণ এবং সাম্প্রদায়িকের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই তিনি প্রথম সাহিত্যে আনলেন শ্রমজীবী গরিব মানুষকে; বিশেষ করে গ্রামের জনগণকে, তুলে আনলেন তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার গাথা। একক বক্তা বলেন, রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষায় ছিলেন সেই কবির জন্য যিনি থাকবেন মাটির কাছাকাছি। তাঁর জন্মের ১৫৫ বছর পেরিয়ে এখনো আমরা প্রত্যাশা করে আছি সেই মানবমঙ্গলের কবি, যিনি থাকবেন রবীন্দ্রনাথের মতোই মানুষের পক্ষে ও প্রগতির পথে।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, রবীন্দ্রনাথ সকল ধর্মের মধ্যেই মানবিকতা খুঁজে বেরিয়েছেন। জলের ধর্ম যেমন জলত্ব, আগুনের ধর্ম যেমন আগুনত্ব মানুষের ধর্ম হচ্ছে মানবত্ব। তিনি সারাজীবন সকল ধর্মের মধ্যে সেই মানবতাই খুঁজে বেরিয়েছেন।

৯.৪ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা

বাংলা একাডেমি ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩/২৫শে মে ২০১৬ বুধবার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করে। সকাল ৭:০০টায় বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে জাতীয় কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিকাল ৪:০০টায় কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে নজরুল বিষয়ক একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। *বাংলা গানে নবআধুনিকতার প্রবর্তনায় কাজী নজরুল* শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক মনিরুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত *আবদুল মান্নান সৈয়দ রচনাবলি*'র নজরুল বিষয়ক খণ্ড উপস্থাপন করেন; রচনাবলির সম্পাদক ড. অনু হোসেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান।

প্রাবন্ধিক অধ্যাপক মনিরুজ্জামান বলেন, আধুনিক হয়েও নজরুল ভক্তিমূলক গানের রূপেরও চরম বিকাশ ঘটিয়েছেন। নজরুলের ইসলামি গান তো আছেই, শ্যামা সংগীতও এক্ষেত্রে তাঁর অপরূপ সৃষ্টির উদাহরণ। তিনি আরো বলেন, নজরুলের উদারতা এবং উদাসীনতারও চিহ্নস্বরূপ তাঁর গানের গায়কী স্বাধীনতা বা স্বৈরিতা আধুনিকতার অন্তর্ভূত এক ব্যতিক্রমী শ্রেষ্ঠ ফসল।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউম বলেন, নজরুল বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হলেও তাঁকে আমরা আধুনিক বাংলা গানের প্রবক্তা বলে চিহ্নিত করতে পারি। সুরবৈচিত্র্যে ও বাণী-বৈভবে তিনি গানকে ঋদ্ধ করেছেন। তিনি বাংলা গানকে আপামর জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে শামসুজ্জামান খান বলেন, নজরুলের অনেক অবদানের মধ্যে দু'টি অবদানকে আজ আমরা গুরুত্ব দিয়ে স্মরণ করতে পারি। প্রথমত, তিনি পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের বাঙালি চেতনায় বিশ্বাসী করে তোলেন এবং দ্বিতীয়ত, বাঙালি মুসলমানদের সংগীতমুখী করে তোলেন।

১০. অমর একুশে ২০১৬ উদ্‌যাপন

প্রতিবছরের মতো যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে অমর একুশে ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন, সংগীত, আবৃত্তি, সাধারণ জ্ঞান ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হয়। ১লা ফে ব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ অমর একুশে গ্রন্থমেলা, অনুষ্ঠানমালা ২০১৬ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বাগত ভাষণ দেন একাডেমির মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

১০.১ অনুষ্ঠানমালা

বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬ ফে ব্রুয়ারি এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল বাংলা একাডেমির হীরকজয়ন্তী। এই থিমকে সামনে রেখে মাসব্যাপী প্রতিদিন আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনা করা হয়। যেমন, "বাংলা একাডেমির হীরকজয়ন্তী : বাংলা একাডেমিকে ফিরে দেখা" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শফিউল আলম; আলোচনায় অংশ নেন ফজলে রাব্বি, আজিজুর রহমান আজিজ, বেগম আকতার কামাল, মোহিত কামাল, এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। "অমর একুশে ২০১৬ এবং বাংলা একাডেমি হীরকজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব" এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি সৈয়দ শামসুল হক ও কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী। আবুল আহসান চৌধুরী "বাংলা একাডেমির হীরকজয়ন্তী : গবেষণা কার্যক্রম" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন মনসুর মুসা, ভূঁইয়া ইকবাল, আমিনুর রহমান সুলতান এবং সভাপতিত্ব করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক মনিরুজ্জামান। "বাংলা একাডেমির হীরকজয়ন্তী অভিধান ও ব্যাকরণ কর্মসূচি : অতীত থেকে বর্তমান" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্বরোচিষ সরকার; আলোচনায় অংশ নেন হাকিম আরিফ, মোহাম্মদ আজম এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আহমদ কবির। আবদুস সেলিম "বাংলা একাডেমির হীরকজয়ন্তী অনুবাদ কার্যক্রম : অতীত থেকে বর্তমান" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন নিয়াজ জামান, ফকরুল আলম, আবদুল্লাহ আল মামুন, কাজল বন্দোপাধ্যায় এবং সভাপতিত্ব করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। "বাংলা একাডেমির হীরকজয়ন্তী পাঠ্যপুস্তক রচনা : অতীত থেকে বর্তমান" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুব্রত বড়ুয়া; আলোচনায় অংশ নেন রতন সিদ্দিকী, মলয় ভৌমিক, নূরুন্নাহার মুক্তা এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অজয় রায়। আহমাদ মাযহার "বাংলাদেশের প্রকাশনা কার্যক্রম : অতীত থেকে বর্তমান" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন রফিকুন নবী, ইমানুল হক, তারিক সুজাত, রেজানুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন হাশেম খান। "বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যচর্চা : অতীত থেকে বর্তমান" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শাহীন আখতার; আলোচনা

করেন আসলাম সানী, সুজন বড়ুয়া, রাশেদ রউফ এবং সভাপতিত্ব করেন রশীদ হায়দার। বদিউদ্দিন নাজির "বাংলা একাডেমির হীরকজয়ন্তী অমর একুশে গ্রন্থমেলা : অতীত থেকে বর্তমান" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, জালাল আহমেদ, খান মাহবুব এবং সভাপতিত্ব করেন মহিউদ্দিন আহমদ। "বাংলাদেশের নজরুলচর্চা : অতীত থেকে বর্তমান" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রফিকউল্লাহ খান; আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন হাসান হাফিজ, মোহীত উল আলম, রেজাউদ্দিন স্টালিন এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। মেসবাহ কামাল "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধচর্চা : অতীত থেকে বর্তমান" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ সেলিম, দিব্যদ্যুতি সরকার এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা। "বাংলাদেশের রবীন্দ্রচর্চা" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্বজিৎ ঘোষ; আলোচনা করেন করুণাময় গোস্বামী, আতিউর রহমান, রামেন্দু মজুমদার এবং সভাপতিত্ব করেন গোলাম মুরশিদ। আবু হেনা মোস্তফা এনাম "জীবনানন্দ দাশচর্চা বিষয়ক" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, প্রভাত কুমার দাস, রুবী রহমান, মুহাম্মদ সামাদ, পিয়াস মজিদ এবং সভাপতিত্ব করেন আহমদ রফিক। "মাহমুদ নুরুল হুদা জন্মশতবার্ষিকী" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্বরোচিষ সরকার; আলোচনা করেন নেহাল করিম, শামসুজ্জাহান নূর, হাশেম সূফী এবং সভাপতিত্ব করেন এনামুল হক। শান্তনু কায়সার "শওকত ওসমান জন্মশতবার্ষিকী" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন মঈনুল আহসান সাবের, জাকির তালুকদার, নুরুল করিম নাসিম, জয়দুল হোসেন এবং সভাপতিত্ব করেন সেলিনা হোসেন। "আহসান হাবীব জন্মশতবার্ষিকী" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তারেক রেজা; আলোচনায় অংশ নেয় হাবীবুল্লাহ সিরাজী, অসীম সাহা, নাসির আহমেদ, অনু হোসেন এবং সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ আবুল মকসুদ। শুভেন্দু ইমাম "রাধারমণ দত্ত মৃত্যুশতবার্ষিকী" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন মাহফুজুর রহমান, বিশ্বজিৎ রায়, নৃপেন্দ্রলাল দাশ এবং সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ সাদিক। "বাংলাদেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মফিদুল হক; আলোচনা করেন বদিউর রহমান, গোলাম কুদ্দুছ এবং সভাপতিত্ব করেন কামাল লোহানী। অনুপম সেন "অমর একুশে বক্তৃতা" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন শামসুজ্জামান খান এবং সভাপতিত্ব করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। "শাহ্ আবদুল করিম জন্মশতবার্ষিকী" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আবুল হাসান চৌধুরী; আলোচনায় অংশ নেয় ভীস্মদেব চৌধুরী, শরদিন্দু ভট্টাচার্য, সাইমন জাকারিয়া এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী। "মোহাম্মদ নাসির আলী জন্মশতবার্ষিকী" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আলী ইমাম; আলোচনা করেন আসাদ চৌধুরী, লুৎফর রহমান রিটন, কাইজার চৌধুরী এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। "বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও মান উন্নয়নে সমস্যা" নামক প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন আবুল মোমেন; আলোচনা করেন কাজী ফারুক আহমদ, মনজুর আহমদ, মোঃ শাহিনুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ফারজান ইসলাম। এ. এম. মাসুদুজ্জামান "বাংলাদেশের নারী জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন

করেন; আলোচনায় অংশ নেয় সুলতানা কামাল, মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। "২০২১ সালের বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন; আলোচনা করেন খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী। "৬ দফার পঞ্চাশ বছর" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হারুন-অর-রশিদ; আলোচনা করেন নূহ-উল-আলম লেনিন, সুভাষ সিংহ রায়, অজয় দাসগুপ্ত এবং সভাপতিত্ব করেন কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ। "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোস্তফা জব্বার; আলোচনা করেন নাহিম রাজ্জাক এমপি, মাহবুবুল হক, তারিক সুজাত, শ্যামসুন্দর সিকদার এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। "নওয়াজেশ আহমদ ও নায়েবউদ্দিন আহমেদকে স্মরণ" করে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নজরুল ইসলাম; আলোচনা করেন বুলবন ওসমান, শামসুল আলম, নাসিম আহমেদ নাদভী, অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ড. জালাল আহমেদ এবং সভাপতিত্ব করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অমর একুশে গ্রন্থমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জনাব শামসুজ্জামান খান।

১০.২ অমর একুশে গ্রন্থমেলা

ইউনেস্কো ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করে। সে উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক সরদার জয়েনউদ্দিন বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি আন্তর্জাতিক বইমেলার আয়োজন করেন। এতে ভারত, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ অংশগ্রহণ করে। এই বইমেলাই ছিল নব্যস্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বইমেলা। বাংলাদেশে এই প্রথম বইমেলা আয়োজনের কৃতিত্ব সরদার জয়েনউদ্দিনের।

এই বইমেলার স্লোগান ছিল : 'সবার জন্য বই'।

১৯৭৪ সালের জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা, স্টান্ডার্ড পাবলিশার্সের রুহুল আমিন নিজামী এবং বর্ণমিছিলের তাজুল ইসলাম প্রমুখ প্রকাশক তাঁদের বই নিয়ে একাডেমি প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে পসরা সাজিয়ে বসেন। ঐ বছর থেকে একুশ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমির নিজস্ব প্রকাশনা হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি শুরু হয়। একাডেমি ঐ বছরে প্রকাশ করে ***লেখক পরিচিতি*** নামে একটি ছোট বই।

পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন সাহা ধীরে ধীরে বইমেলা এবং প্রকাশনা শিল্পকে একটি পেশাগত রূপ দিতে সচেষ্ট হন। তিনি নিজে জাপানে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল হাফিজকেও জাপান থেকেই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেন। ঐ সময়ে শুধু তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মুক্তধারা' প্রকাশনা সংস্থাতেই পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা (review) ও সম্পাদনার ব্যবস্থা ছিল। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে পেশাগত স্তরে উন্নীত করার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রী সাহা।

১৯৮৩ সালে এসে বর্তমান বইমেলার জন্য একটি নীতিমালা ও নিয়মাবলি প্রণীত হয় এবং বইমেলার নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। কিন্তু স্বৈরাচারী

সরকার ছাত্রমিছিলে ট্রাক তুলে দেয়ায় দু'জন ছাত্র নিহত হন এবং সে-বছর মেলা আর অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৪ সাল থেকে শুরু হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। এই মেলার মূল স্লোগান ছিল : **'একুশে আমাদের পরিচয়'**।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে যে সাংস্কৃতিক জাগরণের সূচনা হয়, তার প্রথম সংহত অভিব্যক্তি অমর একুশে গ্রন্থমেলা। দেশের সংস্কৃতিবিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রন্থমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে গড়ে উঠছে বিভিন্ন সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা। পাশাপাশি বৃদ্ধি পাচ্ছে পাঠক সমাজ। সাহিত্য ও সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার যাঁরা নিরন্তর সাধক, তাঁদের সংখ্যাও বাড়ছে ক্রমশ। গ্রন্থমেলাকে উপলক্ষ্য করে কেবল দেশের নানাপ্রান্ত থেকে নয়, বিদেশে বসবাসরত বাঙালির মধ্য থেকেও বাংলা ভাষাপ্রেমী বইপ্রেমী মানুষেরা এই মেলায় ছুটে আসেন। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, গণমাধ্যম-কর্মী, সাহিত্যপত্র-লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোক্তা, গবেষণা সংস্থা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সর্বোপরি লেখক ও পাঠকের সমাবেশে বাংলা একাডেমির একুশের এই আয়োজন অনন্যসাধারণ। মূলত বাংলা একাডেমির বইমেলার মাধ্যমে বাংলাদেশে এক নতুন সাংস্কৃতিক জাগরণের সূত্রপাত ঘটেছে।

পহেলা ফেব্রুয়ারি বিকেল তিনটায় মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলা, অনুষ্ঠানমালা ২০১৬-এর উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯শে ফে ব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্তঅনুষ্ঠিত হয়। মেলা প্রতিদিন বেলা ৩:০০টা থেকে রাত ৯:০০টা পর্যন্তও ছুটির দিন সকাল ১১:০০টা থেকে রাত ৯:০০টা পর্যন্তএবং ২১শে ফে ব্রুয়ারি সকাল ৮:০০টা থেকে রাত ১০:০০টা পর্যন্তচলে।

মেলায় ১ ইউনিট ১৩,৮০০.০০ টাকা, ২ ইউনিট ২৮,৭৫০.০০ টাকা, ৩ ইউনিট ৫১,৭৫০.০০ টাকা, ৪ ইউনিট ৬৯,০০০.০০ টাকা এবং প্যাভিলিয়ন ১,১৫,০০০.০০ টাকা (ভ্যাটসহ) ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। এ বছর বাংলা একাডেমি এবং ১৫টি প্রতিষ্ঠানকে সৌজন্যমূলক বরাদ্দকৃত ২৬ ইউনিটসহ ৪২০টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ৬৫৯ ইউনিট এবং ১৩টি প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেওয়া হয়। এরমধ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠান আংশিক ভাড়া প্রদান করে। ভাড়া বাবদ (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ১,০৯,৯১,৭০০.০০ (এক কোটি নয় লক্ষ একানব্বই হাজার সাতশত) টাকা পাওয়া যায়। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসহ সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ও সামাজিক সংগঠন মেলায় অংশগ্রহণ করে।

বইমেলায় একাডেমির বই ৩০% এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বই ২৫% কমিশনে বিক্রি হয়েছে। অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬-তে বাংলা একাডেমির সর্বমোট বিক্রয়ের পরিমাণ=১,৪৭,৯৭,৪৩৯.৮০ (এক কোটি সাতচলি-শ লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত ঊনচলি-শ টাকা আশি পয়সা) টাকা।

সমগ্র মেলায় মোট ৪০,৫০,০০,০০০.০০ (চলি-শ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার বই বিক্রি হয়।

এবারের বইমেলার মূল থিম ছিল 'বাংলা একাডেমির হীরকজয়ন্তী'। হীরকজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বইমেলাকে একুশে ও বাংলা একাডেমির চেতনাকে ধারণ করে বিশেষভাবে সাজানো হয়। ষাট বছরে একেডেমি দেশের প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কী কী অর্জন করেছে, কোথায় একাডেমির সাফল্য, কোথায় ব্যর্থতা তা মূল্যায়ন করার জন্য দেশের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও লেখক-সমালোচকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

বাংলা একাডেমির হীরকজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দুইদিনব্যাপি আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই কবিতা উৎসবে শ্লোভাকিয়া, মরক্কো, সুইডেন, তাইওয়ান, যুক্তরাজ্য, ভারত ও বাংলাদেশের অনেক কবি অংশগ্রহণ করেন। একাডেমির হীরকজয়ন্তীর জন্য ৮ দিন বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এসব সভায় বাংলা একাডেমির গবেষণা, অভিধান, অনুবাদ, ফোকলোর, পাঠ্যপুস্তক, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। এবার বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প, শিশু সাহিত্য, রবীন্দ্রচর্চা, নজরুলচর্চা, মুক্তিযুদ্ধচর্চা, জীবনানন্দ দাশচর্চা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া আমাদের দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন কবি/লেখক/শিল্পী, যেমন : মুহম্মদ নূরুল হুদা, আহসান হাবীব, রাধারমণ দত্ত, শাহ আব্দুল করিম, মোহাম্মদ নাসির আলী প্রমুখের জন্মশতবার্ষিকী এবং ছয় দফার পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ, বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও মান উন্নয়ন, নারী জাগরণ ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা সভা হয়। এই মঞ্চে সারা মাসব্যাপি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এবার সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তমঞ্চে নাট্য সংগঠনগুলোর উদ্যোগে নাটক হয়। এসব আলোচনা, সাংস্কৃতিক ও নাট্য অনুষ্ঠান বিপুলসংখ্যক দর্শক শ্রোতা উপভোগ করেন।

এবার বইমেলার প্রাঙ্গণকে নতুনভাবে বিন্যস্ত ও সাজানো হয়। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এবার মেলার বৃহত্তর প্রাঙ্গণ অর্থাৎ দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসি এবং উভয় অংশ অর্থাৎ একাডেমি ও উদ্যান সম্পূর্ণভাবে হকারমুক্ত রাখা সম্ভব হয়। এর ফলে পাঠকেরা গ্রন্থমেলায় প্রবেশ করেই এক অভূতপূর্ব আনন্দদায়ক পরিবেশ পেয়েছেন। এবার মেলার বিন্যাসে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন এসেছে তা হলো ৫০ ফুট প্রশস্ত একটি নতুন প্রবেশ পথ নির্মাণ। সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান অংশে প্রবেশের তিনটি পথ এবং বের হওয়ার চারটি পথ ছিল। একাডেমিতে প্রবেশের একটি এবং বের হওয়ার জন্য দুইটি পথ ছিল। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশকে ১৫টি গুচ্ছ বা চত্বরে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি চত্বরে প্যাভিলিয়ন থেকে এক ইউনিট, সব ধরনের স্টল রাখা হয়। পর্যাপ্ত রাস্তা নির্মাণ করে এক গুচ্ছ থেকে অন্য গুচ্ছকে এবং এক গুচ্ছের বিভিন্ন অংশের মধ্যে খোলা জায়গা রাখা হয়। স্টলগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয় যাতে প্রায় প্রতিটি স্টল কমপক্ষে দুইদিকে উন্মুক্ত থাকে। এর ফলে প্রকাশকদের পক্ষে অন্যবারের তুলনায় দ্বিগুণ বই প্রদর্শন করা সম্ভব হয়। মেলার উভয় অংশে পর্যাপ্ত জায়গা উন্মুক্ত রাখা হয়। এর ফলে দর্শক ক্রেতারা স্বাচ্ছন্দে মেলা প্রাঙ্গণে ঘুরে পছন্দমতো বই ক্রয় করতে সক্ষম হন। শিশু কর্নারকে শিশুদের জন্য বিশেষভাবে সাজানো হয়। শিশুরা তাদের জন্য

নির্ধারিত জায়গায় নেচে গেয়ে মনোরঞ্জন যেমন করতে পেরেছে তেমনি পছন্দের বই কেনার অনাবিল আনন্দও সঙ্গে নিয়ে গেছে। এবার বহুস্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। পুলিশ ও র‍্যাবের পক্ষ থেকে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়। পর্যাপ্ত সিসি ক্যামারা বসানো হয়। প্রয়োজনীয় ফোর্স নিয়োগ করা হয়। ফলে সারামাস একটা নিশ্ছিদ্র ও নিরাপদ বেষ্টনির মধ্যে মেলা অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। মুক্তমঞ্চকে মেলার আয়তনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরফলে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। বয়স্ক ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী মানুষদের মেলার এই বিশাল প্রাঙ্গণ ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়। এটা একটি বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন।

সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের শিশু কর্নারকে বিশেষভাবে সাজানো হয়। এবারই প্রথম শিশু কর্নারে শিশুদের বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা হয়। পাঁচদিন শিশু প্রহর ছিল। এরফলে শিশুরা বিশেষ আনন্দ করার সুযোগ পায়।

৯৭টি লিটল ম্যাগাজিনকে বর্ধমান হাউসের দক্ষিণ পাশে লিটলম্যাগ চত্বরে স্থান করে দেওয়া হয়। যেসব প্রকাশন সংস্থার স্টল মেলায় ছিল না বা যাঁরা ব্যক্তি উদ্যোগে বই প্রকাশ করেছেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলে তাঁদের বই বিক্রি/প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

বইমেলার সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান অংশের ১৫টি গুচ্ছ ১৫ জন ভাষা শহিদ, শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং প্রয়াত শিশু সাহিত্যিকের নামে উৎসর্গ করা হয়।

বাংলা একাডেমি অন্যান্য বারের মতো এবারও লেখককুঞ্জ, নামাজের স্থান, তথ্যকেন্দ্র, ই-তথ্যকেন্দ্র, সরাসরি সম্প্রচার, নিরাপত্তা, মোড়ক উন্মোচন, মাসব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলায় আগত লেখক, প্রকাশক এবং আগ্রহী পাঠক ক্রেতা দর্শনার্থীদের সেবা দিয়েছে। এসব সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর এ-টু-আই বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এবার ১০টি বিভাগে ১১ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

গুণীজনদের স্মৃতিতে একাডেমি এবার বইমেলায় চারটি পুরস্কার প্রদান করেছে। এগুলো হলো : চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার।

২৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩৪৪৪টি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে বলে তথ্য রয়েছে। অনেক প্রকাশক তাঁদের নতুন সকল বইয়ের তথ্য না দেওয়ায় মেলায় প্রকৃতপক্ষে কত নতুন বই এসেছে এই তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এবার নজরুল মঞ্চ ও সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে মোট ৫৩৫টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচিত হয়েছে।

বাংলা একাডেমির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী মাসব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবারের আয়োজনকে সফল করেছেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গ্রন্থ পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক

সমিতি, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সিটি কর্পোরেশন, ডেসা, ওয়াসা, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস, মেট্রোপলিটন পুলিশ, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, র‍্যাব, আনসার, ট্রাফিক, কপিরাইট বিভাগ, সাংস্কৃতিক ও নাট্য প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ গ্রন্থমেলার আয়োজন ও সাফল্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছে।

১০.৩ অন্যান্য অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি বছরব্যাপী সেমিনার, আলোচনা সভা, স্মরণসভা, স্মারক বক্তৃতা এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও উলে-খযোগ্য দিবস উদ্‌যাপনসহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। প্রধান প্রধান অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে– ড. মুহম্মদ শহীদুল-াহ্‌র মৃত্যুবার্ষিকী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জন্মবার্ষিকী, মীর মশাররফ হোসেনের জন্মবার্ষিকী, বাংলা একাডেমির হীরকজয়ন্তী, রোকেয়া দিবস, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান, মহান স্বাধীনতা, জাতীয় দিবস ও শোক দিবস, বর্ষবরণ ইত্যাদি।

এ সব অনুষ্ঠানে ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ড. আতিউর রহমান, ড. অনুপম সেন, অধ্যাপক জুলফিকার মতিন, অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা, অধ্যাপক ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ, ভি বি গণেশন, জনাব আবুল মোমেন, ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব পিয়াস মজিদ, অধ্যাপক এম. এম. আকাশ, অধ্যাপক জিয়া রহমান, জনাব জামিল চৌধুরী, জনাব হায়দার আকবর খান রনো ও অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক সোনিয়া নিশাত আমিন, সুলতানা কামাল, জনাব সেলিনা হোসেন, আনিসুল হক, লুৎফর রহমান রিটন, ডা. আব্দুন নূর তুষার, ডা. নুজহাত চৌধুরী, প্রণব সাহা অপু, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, জনাব মামুনুর রশিদ, অধ্যাপক মমতাজ লতিফ

অনুষ্ঠানসমূহে সভাপতিত্ব করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, জনাব মো. রফিকুল ইসলাম খান, জনাব শামসুজ্জামান খান, অধ্যাপক আবদুল মান্নান এবং অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান।

১১. বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন

বিক্রয় ও বিপণন

বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। বাংলা একাডেমির বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগ একাডেমি প্রকাশিত বই ও পত্রিকা বিক্রয় ও

বিপণনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে। ঢাকাসহ সারাদেশে একাডেমির বই বিক্রয়ের জন্য ৬৫ জন এবং মাসিক উত্তরাধিকার পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ৬০ জন বিক্রয় প্রতিনিধি রয়েছে। এ ছাড়াও উত্তরাধিকার পত্রিকার বেশ কয়েকজন বার্ষিক গ্রাহক রয়েছেন।

বই বিপণনের লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রতি বছরের মতো ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা, বাংলা একাডেমি বইমেলা লন্ডন, বাংলাদেশ বইমেলা কলকাতা, ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে বিভাগীয় বইমেলা, জেলা শহর এবং যেসব শহরে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেসব শহরে বইমেলার আয়োজন/অংশগ্রহণ করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে একাডেমি সর্বমোট ৩,৩১,৫৩,২৯০.৩৫ (তিন কোটি একত্রিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুইশত নব্বই টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকার বই বিক্রয় করে।

১২. জনসংযোগ

বাংলা একাডেমির ভাবমূর্তি নির্মাণ, প্রচার এবং উন্নত করার লক্ষ্যে জনসংযোগ উপবিভাগ একাডেমির বিভিন্ন সংবাদ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি জনগণকে নিয়মিতভাবে অবহিত করে এবং একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ/উপবিভাগ কার্যক্রমের সংবাদ সকল গণমাধ্যমে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রেরণ করে থাকে। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলার সার্বিক প্রচার-কার্যক্রম এই উপবিভাগ সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে আসছে। অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রাক্কালে এই উপবিভাগ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মেলার বিস্তারিত বিষয়াদি নিয়ে সাংবাদিকের সঙ্গে মত বিনিময়ের আয়োজন করে।

১৩. পরিষদ

১৩.১ নির্বাহী পরিষদের সভা

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদের মোট ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৩.২ জীবনসদস্য ও সদস্যপদ প্রদান

২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১১ জনকে জীবনসদস্য প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে একাডেমির মোট সদস্য ৩৬২৩ জন। এঁদের মধ্যে ফেলো ২১৩ জন, জীবনসদস্য ১৮৭৫ জন ও সাধারণসদস্য ১৫৩৫ জন।

১৩.৩ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা ২০১৫

১২ই পৌষ ১৪২২/২৬শে ডিসেম্বর ২০১৫ শনিবার সকাল নয়টায় বাংলা একাডেমির আটত্রিশতম সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা একাডেমির নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সভাপতিত্ব করেন। সভা সকাল ৯:০০টায় শুরু হয়ে বিকাল ৫:০০টা পর্যন্তচলে। সভায় ৬৮ জন ফেলো, ৭৬৯ জন জীবনসদস্য ও ৪৭২ জন সাধারণসদস্য (মোট ১৩০৯ জন) উপস্থিত ছিলেন।

১৪. সম্মানসূচক ফেলোশিপ ২০১৫ প্রদান

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকগণ বাংলা একাডেমির সম্মানিত ফেলো। এর পাশাপাশি দেশের পণ্ডিত, গুণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমি প্রতিবছর সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে। ২০১৫ সালে বিশিষ্ট গুণীজন হিসেবে ৭ (সাত) জনকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। একইবছর আয়োজিত ৩৮তম সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় সম্মানসূচক ফেলোশিপপ্রাপ্ত গুণীজনদের সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালের ফেলোশিপপ্রাপ্তরা হলেন : স্যার ফজলে হাসান আবেদ কেসিএমজি, অধ্যাপক ড. অনুপম সেন, অধ্যাপক মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, জনাব আবেদ খান, আবু মোহাম্মদ স্বপন আদনান, জনাব মাহফুজ আনাম এবং শিল্পী পাপিয়া সারোয়ার।

১৫. পুরস্কার

বিভিন্ন পুরস্কারের মাধ্যমে গবেষণা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা বাংলা একাডেমির লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায়। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমির নিজস্ব পুরস্কার এবং দাতাদের আনুকূল্যে প্রদত্ত নানা পুরস্কার।

১৫.১ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫

বাংলা একাডেমি ১৯৬০ সাল থেকে বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করে আসছে।

সাহিত্য পুরস্কারের নীতিমালা অনুযায়ী ২০১৫ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন :

ক বিভাগ	:	কবিতা	:	কবি আলতাফ হোসেন
খ বিভাগ	:	কথাসাহিত্য	:	জনাব শাহীন আখতার
গ. বিভাগ	:	প্রবন্ধ	:	জনাব আবুল মোমেন অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান
ঘ. বিভাগ	:	গবেষণা	:	অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান
ঙ. বিভাগ	:	অনুবাদ	:	অধ্যাপক আবদুস সেলিম
চ. বিভাগ	:	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য	:	জনাব তাজুল মোহাম্মদ
জ. বিভাগ	:	স্মৃতিকথা	:	জনাব ফারুক চৌধুরী
ঝ. বিভাগ	:	নাটক	:	জনাব মাসুম রেজা
ঞ. বিভাগ	:	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ	:	জনাব শরীফ খান
ঞ. বিভাগ	:	শিশুসাহিত্য	:	কবি সুজন বড়ুয়া

প্রতিটি বিভাগে পুরস্কারের মূল্যমান ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। মাসব্যাপী আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কারপ্রাপ্তদের পুরস্কারের অর্থমূল্য সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন।

এ-পর্যন্তবাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের (ফেলো) তালিকা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৫.২ সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যসেবীদের বিশিষ্ট অবদান ও তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯০ সাল থেকে বাংলা একাডেমি এ পুরস্কারটি প্রদান করছে। মৌলবী সা'দত আলি আখন্দ-এর পরিজন প্রদত্ত অর্থ দিয়ে বাংলা একাডেমি প্রতিবছর এ পুরস্কারের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। চলতি অর্থবছরে সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫-এ ভূষিত হন কবি কায়সুল হক। এই পুরস্কারের মূল্য ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। বাংলা একাডেমি ৩৮তম সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা ২০১৫-এ পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখককে পুরস্কারের অর্থ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

১৫.৩ মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার ২০১৫

বাংলা একাডেমি ২০১০ সাল থেকে মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। প্রতিবছর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ, লেখক, গবেষক ও কবি প্রফেসর মযহারুল ইসলামের স্মৃতি রক্ষা এবং বাংলাদেশের মেধাবী, খ্যাতিমান এবং প্রতিভাবান কবিদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা এই পুরস্কারের লক্ষ্য। পুরস্কারের মূল্যমান ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার ২০১৫-এ ভূষিত হয়েছেন কবি মোহাম্মদ রফিক। বাংলা একাডেমির ৩৮তম সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা ২০১৫-এ পুরস্কৃত কবিকে পুরস্কারের অর্থ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

১৫.৪ মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার ২০১৪

বাংলা একাডেমি ২০০৫ সাল থেকে মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে আসছে। বিজ্ঞানসাহিত্যে জনপ্রিয় লেখকদের সামগ্রিক অবদান চিহ্নিত করে তাঁদের সৃজনী প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান করাই এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর প্রদত্ত অর্থে দ্বি-বার্ষিক এ পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। পুরস্কারের মূল্যমান ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার ২০১৪-এ ভূষিত হয়েছেন অধ্যাপক ড. অজয় রায়। বাংলা একাডেমির ৩৮তম সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা ২০১৫-এ পুরস্কৃত লেখককে এক লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও স্মারক প্রদান করা হয়।

১৫.৫ হালীমা শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার ১৪২০-২১

বাংলা একাডেমি অধ্যক্ষ শইখ শরফুদ্দীন ও হালীমা বেগমের স্মৃতি রক্ষার্থে বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গ্রন্থাকারদের বিশিষ্ট অবদান ও তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানে ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীনের প্রদত্ত অর্থে দ্বি-বার্ষিক এ পুরস্কার প্রদান করে। পুরস্কারের মূল্যমান

৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা। হালীমা শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার ১৪২০-২১ পেয়েছেন বিজ্ঞান লেখক জনাব আসিফ। বাংলা একাডেমির ৩৮তম সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা ২০১৫-এ পুরস্কৃত লেখককে ত্রিশ হাজার টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও স্মারক প্রদান করা হয়।

১৫.৬ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পুরস্কার ২০১৫

প্রবাসে বসবাসকারী লেখকদের বাংলা ভাষা চর্চা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সাল থেকে লন্ডনে আয়োজিত বাংলা একাডেমি বইমেলায় 'সৈয়দ ওয়ালীউল-াহ্ পুরস্কার' প্রদান করা হয়। পূর্বে এ পুরস্কারটির নাম ছিল প্রবাসী লেখক পুরস্কার। এ পুরস্কারের মূল্যমান ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। সৈয়দ ওয়ালীউল-াহ্ পুরস্কার ২০১৫ প্রাপ্ত লেখকদ্বয় হলেন ফ্রাঁস ভট্টাচার্য (ফ্রান্সের নাগরিক) এবং মনজু ইসলাম (প্রবাসী বাংলাদেশি)। একুশ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

১৫.৭ রবীন্দ্র পুরস্কার ২০১৬

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২০১০ সাল থেকে এ পুরস্কার প্রবর্তন করে। রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষণা ও সমালোচনা এবং রবীন্দ্রসংগীতের আজীবন সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১০ সাল থেকে বাংলা একাডেমি রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রদান করছে। এ বছর রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষণায় সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সৈয়দ আকরম হোসেন এবং রবীন্দ্রসংগীতের চর্চায় সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শিল্পী তপন মাহমুদকে বাংলা একাডেমি প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার ২০১৬-এ ভূষিত করা হয়।

১৫.৮ চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার

অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য থেকে ২০১৫ সালে সর্বাধিক মানসম্মত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য *মাওলা ব্রাদার্স*-কে 'চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। সেরা গ্রন্থের জন্য *নিমফিয়া পাবলিকেশন, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড* এবং *পাঠসূত্র*-কে 'মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। মানসম্মত শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য *ময়ূরপঙ্খি*-কে 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। নান্দনিক অঙ্গসজ্জার জন্য *সময় প্রকাশন, মধ্যমা* এবং *জার্নিম্যান বুকস*-কে 'শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। বাংলা একাডেমির কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সেরা গ্রন্থ নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করেন। ২৯শে ফেব্রুয়ারি অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬-এর অনুষ্ঠানমঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৫.৯ ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড

ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড ২০০২ সালে বাংলা একাডেমিতে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : শিশু সমীক্ষা, বাংলা ভাষা উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ ১৩,০৮,০৯৯.৪৬ (তেরো লক্ষ আট হাজার নিরানব্বই টাকা ছেচল্লিশ পয়সা) জমা আছে।

১৫.১০ মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড

মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড ২০০২ সালে বাংলা একাডেমিতে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ ১৯,২১,২২২.৪২ (উনিশ লক্ষ একুশ হাজার দুইশত বাইশ টাকা বিয়াল্লিশ পয়সা) জমা আছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বর্তমান প্রতিবেদনের মেয়াদকালের পর আরও ছয়মাস অতিবাহিত হয়েছে। বাংলা একাডেমির উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে এই সময়ে আরও নতুন কার্যক্রমও হাতে নেয়া হয়েছে। সকলের মিলিত প্রয়াসে এ-সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

(শামসুজ্জামান খান)
মহাপরিচালক

পরিশিষ্ট

- নির্বাহী পরিষদ, পৃ: ৪০
- সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা, পৃ: ৪১
- বাংলা একাডেমির সভাপতি, পৃ: ৪৩
- বাংলা একাডেমির স্পেশাল অফিসার, পরিচালক ও মহাপরিচালক, পৃ: ৪৪
- সম্মানসূচক ফেলোশিপপ্রাপ্ত সুধী, পৃ: ৪৫
- বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক (ফেলো), পৃ: ৪৭
- বাংলা একাডেমির কর্মকর্তাদের নাম ও টেলিফোন নম্বর, পৃ: ৫২
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা, পৃ: ৫৩
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাংলা একাডেমিতে নিয়োগকৃত জনবল, পৃ :
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে একাডেমির স্বেচ্ছায় অবসর ও অবসরউত্তর ছুটি ভোগরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী, পৃ: ৫৪
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা- কর্মচারীদের দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ, পৃ: ৫৬
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ, পৃ:
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃ: ৬১
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রকাশিত পত্রিকা, পৃ: ৬৬
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃ: ৬৯
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ, পৃ: ৭১

নির্বাহী পরিষদ

১.	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক বাংলা একাডেমি	সভাপতি
২.	অধ্যাপক ড. অনুপম সেন উপাচার্য, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ১/এ, ও.আর. নিজাম রোড প্রবর্ত্তক মোড়, চট্টগ্রাম	বিশিষ্ট বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি হিসেবে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সহযোজিত সদস্য
৩.	জনাব সেলিনা হোসেন বাড়ী-১৬/এ, সড়ক-২ শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭	বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসেবে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সহযোজিত সদস্য
৭.	ড. বেগম আকতার কামাল প্রফেসর ও চেয়ারম্যান বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	পদাধিকারবলে একান্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে সরকার মনোনীত সদস্য
৪.	অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ইংরেজি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	ইংরেজি বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকার মনোনীত সদস্য
৫.	অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ বুয়েট, ঢাকা	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকার মনোনীত সদস্য
৬.	জনাব সুব্রত বড়ুয়া এপার্টমেন্ট- ৩/ডি দারুল আফিয়া আর্কেডিয়া ২০, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা-১২০৫	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকার মনোনীত সদস্য
৭.	অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা	
৮.	এ. টি. এম জাকারিয়া স্বপন প্রিয় ডট কম হাউজ-৪/১, রোড-১৬ (পুরাতন- ২৭) ধানমণ্ডি, ঢাকা	তথ্য প্রযুক্তি হিসেবে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সহযোজিত সদস্য
৯.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে সচিবালয়, ঢাকা	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে সরকার মনোনীত সদস্য

১০. ..... যুগ্মসচিব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা	অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে সরকার মনোনীত সদস্য
১১. জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন সচিব বাংলা একাডেমি	সদস্য-সচিব

বার্ষিক সাধারণ সভা

বার্ষিক সাধারণ সভা	তারিখ	সভাপতি
প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা	২২.০৬.১৯৫৮	খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান
দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা	১৫.১১.১৯৫৯	বেগম সুফিয়া কামাল
তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা	১০.০৬.১৯৬২	মোহম্মদ বরকতুল-াহ
চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা	০৪.০৮.১৯৬৩	মোহম্মদ বরকতুল-াহ
পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৫.১০.১৯৭০	সৈয়দ মুর্তজা আলী
ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা	১০.০২.১৯৭৭	আবু জাফর শামসুদ্দীন
সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভা	১০.০২.১৯৮০ (১৯৭৯ সালের সভা)	সানাউল হক (বাংলা একাডেমির সহ-সভাপতি)
অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভা	২১.১২.১৯৮০	আ.ফ.মু. আবদুল হক ফরিদী
নবম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭.০৯.১৯৮১	আ.ফ.মু. আবদুল হক ফরিদী
দশম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৩.১০.১৯৮২	ড. আবু মহামেদ হবিবুল-াহ (সভার এক পর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় কবি আবুল হোসেন সভাপতিত্ব করেন)
একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৫.১২.১৯৮৬	ড. আবদুল-াহ আল-মুতী শরফুদ্দীন
দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	৩০.১২.১৯৮৮	ড. আবদুল-াহ আল-মুতী শরফুদ্দীন
ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৮.১২.১৯৯০	গাজী শামছুর রহমান
চতুর্দশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭.১২.১৯৯১	গাজী শামছুর রহমান (তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় অপরাহ্নের সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য প্রফেসর জিল-ুর রহমান সিদ্দিকী সভাপতিত্ব করেন)
পঞ্চদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৫.১২.১৯৯২	গাজী শামছুর রহমান
ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা	৩১.১২.১৯৯৩	বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতির কারণে পর্যায়ক্রমে– গাজী শামছুর রহমান, প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ এবং এ্যাডভোকেট এম. এ. খায়ের।

বার্ষিক সাধারণ সভা	তারিখ	সভাপতি
সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	৩০.১২.১৯৯৪	গাজী শামছুর রহমান
অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৯.১২.১৯৯৫	গাজী শামছুর রহমান
ঊনবিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭.১২.১৯৯৬	কবি শামসুর রাহমান
বিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৬.১২.১৯৯৭	কবি শামসুর রাহমান
একবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	১৮.১২.১৯৯৮	কবি শামসুর রাহমান
দ্বাবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৬.১১.১৯৯৯	প্রফেসর আনিসুজ্জামান
ত্রয়োবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৪.১১.২০০০	প্রফেসর আনিসুজ্জামান
চতুর্বিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৮.১২.২০০১	প্রফেসর আনিসুজ্জামান
পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭.১২.২০০২	প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ
ষড়বিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৬.১২.২০০৩	প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ
সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	৩১.১২.২০০৪	প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ
অষ্টাবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	৩০.১২.২০০৫	প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ
ঊনত্রিংশত্তম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৯.১২.২০০৬	কবি আসাদ চৌধুরী
ত্রিংশত্তম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৮.১২.২০০৭	প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
একত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৬.১২.২০০৮	প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
দ্বাত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৬.১২.২০০৯	জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৪.১২.২০১০	জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
চৌত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	৩০.১২.২০১১	জাতীয় অধ্যাপক এ.এফ. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ
পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৮.১২.২০১২	ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
ষট্ত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭.১২.২০১৩	ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা

সাধারণ পরিষদের সপ্তত্রিংশ বার্ষিক সভা	২৬.১২.২০১৪	ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
সাধারণ পরিষদের অষ্টাত্রিংশ বার্ষিক সভা	২৬.১২.২০১৫	ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

বাংলা একাডেমির সভাপতি

পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা-মন্ত্রীগণ (পদ-বলে)	:	১০-০৮-১৯৫৭ থেকে ২৫-০৭- ১৯৬০
মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ	:	১৯৬১
জনাব মোহাম্মদ বরকতুল-াহ	:	১৯৬২-১৯৬৩
মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা	:	১৯৬৪-১৯৬৫
সৈয়দ মুর্তাজা আলী	:	০৯-০৮-১৯৬৯ থেকে ০৮-০৮-১৯৭১
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন	:	২১-১১-১৯৭২ থেকে ২০-১১-১৯৭৪
সৈয়দ মুর্তাজা আলী	:	০৮-০৩-১৯৭৫ থেকে ০৭-০৩-১৯৭৭
সৈয়দ আলী আহসান	:	১০-১০-১৯৭৭ থেকে ০৯-১০-১৯৭৯
আ.ফ.মু. আবদুল হক ফরিদী	:	১৪-০৭-১৯৮০ থেকে ১৩-০৭-১৯৮২
ড. আবু মহামেদ হবিবুল-াহ	:	১৯-০৯-১৯৮২ থেকে ০৩-০৬-১৯৮৩ (আমৃত্যু)
ড. আবদুল-াহ আল-মুতী শরফুদ্দীন	:	১৩-১১-১৯৮৬ থেকে ১৩-১১-১৯৯০
গাজী শামছুর রহমান	:	১৪-১১-১৯৯০ থেকে ১৩-১১-১৯৯২
বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী	:	১৪-০৫-১৯৯৩ থেকে ১১-০১-১৯৯৪ (আমৃত্যু)
গাজী শামছুর রহমান	:	২৮-০৫-১৯৯৪ থেকে ২৭-০৫-১৯৯৬
কবি শামসুর রাহমান	:	১৯-০৮-১৯৯৬ থেকে ১৮-০৮-১৯৯৯
প্রফেসর আনিসুজ্জামান	:	১৯-০৮-১৯৯৯ থেকে ৩১-০১-২০০২ (পদত্যাগ)
প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ	:	১২-০২-২০০২ থেকে ১১-০২-২০০৬
প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ	:	০৪-০২-২০০৭ থেকে ০৩-০২-২০০৯
জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী	:	২২-০২-২০০৯ থেকে-১৩.১২.২০১১
ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান	:	২৯-০১-২০১২ থেকে

বাংলা একাডেমির
স্পেশাল অফিসার, পরিচালক ও মহাপরিচালক

স্পেশাল অফিসার

জনাব মোহাম্মদ বরকতুল-াহ	:	০২.১২.১৯৫৫ থেকে ২৮.০২.১৯৫৭

পরিচালক

ড. মুহম্মদ এনামুল হক	:	০১.১২.১৯৫৬ থেকে ১২.০৯.১৯৬০
প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান	:	১৫.১২.১৯৬০ থেকে ১৪.০২.১৯৬৭
ড. কাজী দীন মুহম্মদ	:	১৪.০২.১৯৬৭ থেকে ১৪.০৩.১৯৬৯
অধ্যাপক কবীর চৌধুরী	:	২৫.০৩.১৯৬৯ থেকে ০২.০৬.১৯৭২

মহাপরিচালক

প্রফেসর মযহারুল ইসলাম	:	০২.০৬.১৯৭২ থেকে ১২.০৮.১৯৭৪
ড. নীলিমা ইব্রাহিম	:	১২.০৮.১৯৭৪ থেকে ০৬.০৬.১৯৭৫
ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	:	০৬.০৬.১৯৭৫ থেকে ০৫.০৫.১৯৭৬
ড. আশরাফ সিদ্দিকী	:	০৪.০৬.১৯৭৬ থেকে ৩০.০৬.১৯৮২
কাজী মুহম্মদ মনজুরে মওলা	:	৩১.১২.১৯৮২ থেকে ১১.০৩.১৯৮৬
প্রফেসর ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল	:	১১.০৩.১৯৮৬ থেকে ২৩.০৯.১৯৮৯
প্রফেসর মাহমুদ শাহ কোরেশী	:	০১.০১.১৯৯০ থেকে ০৫.০২.১৯৯১
প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ	:	০৬.০২.১৯৯১ থেকে ১৯.০৩.১৯৯৫
প্রফেসর আবুল মনসুর মুহম্মদ আবু মুসা	:	১৯.০৩.১৯৯৫ থেকে ১৫.০২.১৯৯৭
প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	:	১৭.০২.১৯৯৭ থেকে ১৬.০২.২০০১
প্রফেসর রফিকুল ইসলাম	:	৩০.০৪.২০০১ থেকে ৩১.১২.২০০১
প্রফেসর আবুল মনসুর মুহম্মদ আবু মুসা	:	০৬.০২.২০০২ থেকে ০৫.০২.২০০৫
প্রফেসর ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	:	২৪.০২.২০০৫থেকে ১৬.১১.২০০৬
প্রফেসর ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ	:	১৩.০৫.২০০৭ থেকে ১২.০৫.২০০৯
অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান	:	২৪.০৫.২০০৯ থেকে

সম্মানসূচক ফেলোশিপপ্রাপ্ত সুধী

১. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ
২. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল-াহ্
৩. কবি গোলাম মোস্তফা
৪. কবি জসীমউদ্‌দীন
৫. জনাব শামসুন্নাহার মাহমুদ
৬. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
৭. খান বাহাদুর আহ্ছানউল-াহ
৮. শেখ রেয়াজউদ্দীন আহমেদ
৯. শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন
১০. জনাব নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী
১১. জনাব মোজাম্মেল হক
১২. জনাব খোদাবক্স সাঁই
১৩. জনাব আরজ আলী মাতুব্বর
১৪. জনাব মজিবর রহমান বিশ্বাস
১৫. জনাব মাহবুবুল আলম চৌধুরী
১৬. জনাব মনীন্দ্র নাথ সমাজদার
১৭. শেখ লুৎফর রহমান
১৮. প্রফেসর কামালুদ্‌দীন আহমদ
১৯. শিল্পী সফিউদ্দীন আহমদ
২০. শিল্পী কামরুল হাসান
২১. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
২২. জনাব আবদুল আহাদ
২৩. প্রফেসর আজিজুর রহমান মলি-ক
২৪. প্রফেসর শাহ ফজলুর রহমান
২৫. প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক
২৬. প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম
২৭. প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল হক
২৮. মোহাম্মদ নূরুল হক
২৯. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
৩০. জনাব আ.ফ.মু. আবদুল হক ফরিদী
৩১. জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন
৩২. জনাব ফিরোজা বেগম
৩৩. জনাব কলিম শরাফী
৩৪. প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ
৩৫. জনাব আ.ন.ম. গাজীউল হক
৩৬. প্রফেসর এ. এফ. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ
৩৭. জনাব বারীণ মজুমদার
৩৮. জনাব লুৎফর রহমান সরকার
৩৯. জনাব আবদুল লতিফ
৪০. জনাব নূরজাহান বেগম
৪১. জনাব ওয়াহিদুল হক
৪২. প্রফেসর রেহমান সোবহান

২০০১

৪৩. শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী
৪৪. জনাব মোহাম্মদ সাইদুর
৪৫. জনাব আবদুল হালিম বয়াতী
৪৬. জনাব আবদুল মতিন
৪৭. অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ

২০০২

৪৮. প্রফেসর বেগজাদী মাহমুদা নাসির
৪৯. প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম

২০০৩

৫০. জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান
৫১. প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ
৫২. জনাব ফেরদৌসী রহমান

২০০৪

৫৩. প্রফেসর ডাঃ নূরুল ইসলাম
৫৪. প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ
৫৫. জনাব রাহিজা খানম ঝুনু

২০০৫

৫৬. প্রফেসর ড. এম শমশের আলী
৫৭. প্রফেসর এম এইচ খান
৫৮. ডা. এম কিউ কে তালুকদার
৫৯. শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাথের
৬০. ড. উইলিয়ম রাদিচে

২০০৬

৬১. কাজী আজহার আলী
৬২. অধ্যাপক কাজী আবদুল ফাত্তাহ্
৬৩. অধ্যাপক ডা. টি. এ. চৌধুরী
৬৪. অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী

২০০৭

৬৫. প্রফেসর ড. এম ইন্নাস আলী
৬৬. প্রফেসর ড. এ. এম. হারুন অর রশীদ
৬৭. প্রফেসর ড. মোজাফ্ফর আহমদ
৬৮. শিল্পী মু. আবুল হাশেম খান
৬৯. শিল্পী সোহরাব হোসেন
৭০. প্রকৌশলী ড. নূরুদ্দীন আহমদ
৭১. প্রকৌশলী ড. মোঃ কামরুল ইসলাম

২০০৮

৭২. অধ্যাপক মুশার্‌রফ হোসেন
৭৩. শিল্পী সুধীন দাশ
৭৪. অধ্যাপক অজয় রায়
৭৫. অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম
৭৬. অধ্যাপক সোহ্‌রাবউদ্দিন আহ্‌মদ
৭৭. প্রফেসর নজরুল ইসলাম
৭৮. শিল্পী রফিকুন নবী
৭৯. অধ্যাপক অমলেশ চন্দ্র মণ্ডল

২০০৯

৮০. জনাব নূরুল ইসলাম কাব্যবিনোদ
৮১. জনাব আমানুল হক
৮২. শিল্পী ইমদাদ হোসেন
৮৩. জনাব রওশন আরা বাচ্চু
৮৪. জনাব এ. বি. এম. মূসা
৮৫. জনাব আতাউস সামাদ
৮৬. জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত
৮৭. ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল-ইসলাম
৮৮. প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান
৮৯. অধ্যাপক এ. বি. এম. আবদুল লতিফ মিয়া
৯০. ড. আকবর আলী খান
৯১. জনাব ফেরদৌসী মজুমদার
৯২. বিবি রাসেল
৯৩. জনাব মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান
৯৪. জনাব মোঃ আবদুস সামাদ মণ্ডল
৯৫. প্রফেসর কাজুও আজুমা
৯৬. প্রফেসর ক্লিনটন বুথ সিলি

২০১০

৯৭. জনাব আতিকুল হক চৌধুরী
৯৮. প্রফেসর এ.বি.এম. হোসেন
৯৯. জনাব কামাল লোহানী
১০০. জনাব জামিল চৌধুরী
১০১. ড. এনামুল হক
১০২. প্রফেসর সাহানারা হোসেন
১০৩. জনাব মুস্তাফা জামান আব্বাসী
১০৪. জনাব রশীদ তালুকদার
১০৫. জনাব রামেন্দু মজুমদার
১০৬. জনাব লায়লা হাসান
১০৭. জনাব ফরিদা পারভীন

২০১১

১০৮. অধ্যাপক অমর্ত্য সেন
১০৯. জনাব শেখ হাসিনা
১১০. কমান্ডার আবদুর রউফ
১১১. শেখ হাফিজুর রহমান
১১২. জনাব তোফাজ্জাল হোসেন
১১৩. শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার
১১৪. খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
১১৫. ড. মীজানূর রহমান শেলী
১১৬. এডভোকেট সুলতানা কামাল
১১৭. অ্যাটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলম
১১৮. ড. সোনিয়া নিশাত আমিন
১১৯. জনাব সাইদুর রহমান বয়াতী
১২০. জনাব নূরুল ইসলাম

২০১২

১২১. বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলাম
১২২. ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর
১২৩. জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ
১২৪. শিল্পী রুনা লায়লা
১২৫. জনাব এম সাইদুজ্জামান
১২৬. শিল্পী মুর্তজা বশীর
১২৭. শিল্পী রামকানাই দাশ
১২৮. অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত
১২৯. ড. আতিউর রহমান
১৩০. শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন

২০১৩

১৩১. সৈয়দ হাসান ইমাম
১৩২. জনাব মোনায়েম সরকার
১৩৩. জনাব ফকির আলমগীর
১৩৪. ড. এটি এম শামসুল হুদা
১৩৫. শিল্পী ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী
১৩৬. ওস্তাদ শাহাদত হোসেন খান
১৩৭. জনাব নাসির উদ্দীন ইউসুফ
১৩৮. জনাব আবুল হাসনাত

২০১৪

১৩৯. পার্থপ্রতিম মজুমদার
১৪০. জনাব আতাউর রহমান

১৪১. জনাব মোহাম্মদ জমির
১৪২. বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক
১৪৩. অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী
১৪৪. শিল্পী শিমূল ইউসুফ
১৪৫. শিল্পী ফাতেমা তুজ জোহরা

২০১৫

১৪৬. অধ্যাপক ড. অনুপম সেন
১৪৭. অধ্যাপক মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
১৪৮. জনাব মাহফুজ আনাম
১৪৯. জনাব আবেদ খান
১৫০. আবু মোহাম্মদ স্বপন আদনান
১৫১. স্যার ফজলে হাসান আবেদ কেসিএমজি
১৫২. শিল্পী পাপিয়া সারোয়ার

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক (ফেলো)

১৯৬০
১. জনাব ফররুখ আহমদ (কবিতা)
২. জনাব আবুল হাশেম খান (উপন্যাস)
৩. জনাব আবুল মনসুর আহমদ (ছোটগল্প)
৪. জনাব আবদুল-াহ্ হেল কাফী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব মোহাম্মদ বরকতুল-াহ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব আসকার ইবনে শাইখ (নাটক)
৭. খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন (শিশুসাহিত্য)

১৯৬১
১. জনাব আহসান হাবীব (কবিতা)
২. সৈয়দ ওয়ালীউল-াহ (উপন্যাস)
৩. জনাব মবিন উদ্‌দীন আহমদ (ছোটগল্প)
৪. জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব নূরুল মোমেন (নাটক)
৬. বেগম হোসনে আরা (শিশুসাহিত্য)

১৯৬২
১. বেগম সুফিয়া কামাল (কবিতা)
২. জনাব আবুল ফজল (উপন্যাস)
৩. জনাব শওকত ওসমান (ছোটগল্প)
৪. জনাব আকবর আলী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব মুনীর চৌধুরী (নাটক)
৬. জনাব বন্দে আলী মিয়া (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৩
১. জনাব আবুল হোসেন (কবিতা)
২. জনাব আবু ইসহাক (উপন্যাস)
৩. জনাব আবু রুশদ্ মতিন উদ্দীন (ছোটগল্প)
৪. জনাব আবদুল কাদির (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব ইব্রাহীম খাঁ (নাটক)
৬. কাজী কাদের নেওয়াজ (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৪
১. জনাব সানাউল হক (কবিতা)
২. জনাব বে-নজীর আহমদ (কবিতা)
৩. জনাব শামসুদ্দীন আবুল কালাম (উপন্যাস)
৪. জনাব শাহেদ আলী (ছোটগল্প)
৫. ড. মুহম্মদ এনামুল হক (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব আকবরউদ্দীন (নাটক)
৭. ড. আশরাফ সিদ্দিকী (শিশুসাহিত্য)
৮. জনাব হাবীবুর রহমান (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৫
১. জনাব তালিম হোসেন (কবিতা)
২. জনাব মাহবুব-উল-আলম (উপন্যাস)
৩. ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ (ছোটগল্প)
৪. জনাব মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীন (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব ওবায়দুল হক (নাটক)
৬. জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৬
১. জনাব মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (কবিতা)
২. কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ (উপন্যাস)
৩. সৈয়দ শামসুল হক (ছোটগল্প)
৪. ড. কাজী মোতাহার হোসেন (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব সিকান্দার আবু জাফর (নাটক)
৬. জনাব আবু যোহা নূর আহমদ (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৭
১. সৈয়দ আলী আহসান (কবিতা)
২. সরদার জয়েনউদ্দীন (উপন্যাস)
৩. জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী (ছোটগল্প)
৪. ড. মযহারুল ইসলাম (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব আ.ন.ম. বজলুর রশীদ (নাটক)
৬. জনাব মোহাম্মদ নাসির আলী (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৮
১. জনাব আল মাহমুদ (কবিতা)
২. জনাব আবু জাফর শামসুদ্দীন (উপন্যাস)
৩. জনাব শওকত আলী (ছোটগল্প)
৪. ড. আহমদ শরীফ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব আনিস চৌধুরী (নাটক)
৬. জনাব রোকনুজ্জামান খান (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৯
১. জনাব শামসুর রাহমান (কবিতা)
২. জনাব শহীদুল-া কায়সার (উপন্যাস)
৩. জনাব বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (ছোটগল্প)
৪. ড. নীলিমা ইব্রাহীম (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব আলী মনসুর (নাটক)
৬. জনাব গোলাম রহমান (শিশুসাহিত্য)

১৯৭০
১. জনাব আতাউর রহমান (কবিতা)
২. জনাব সত্যেন সেন (উপন্যাস)
৩. জনাব হাসান আজিজুল হক (ছোটগল্প)
৪. ড. আনিসুজ্জামান (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব ইব্রাহীম খলিল (নাটক)
৬. জনাব আতোয়ার রহমান (শিশুসাহিত্য)
৭. জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৭১
১. জনাব হাসান হাফিজুর রহমান (কবিতা)
২. জনাব জহির রায়হান (উপন্যাস)
৩. জনাব জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (ছোটগল্প)
৪. জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব আনোয়ার পাশা (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব এখ্‌লাসউদ্দীন আহমদ (শিশুসাহিত্য)

১৯৭২
১. জনাব আবদুল গনি হাজারী (কবিতা)
২. ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (কবিতা)
৩. জনাব রশীদ করীম (উপন্যাস)
৪. জনাব শহীদ সাবের (ছোটগল্প)
৫. জনাব বদরুদ্দীন উমর (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব কল্যাণ মিত্র (নাটক)

১৯৭৩
১. জনাব ফজল শাহাবুদ্দীন (কবিতা)
২. জনাব শহীদ কাদরী (কবিতা)
৩. বেগম রাবেয়া খাতুন (উপন্যাস)
৪. জনাব রাহাত খান (ছোটগল্প)
৫. সৈয়দ মুর্তাজা আলী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব বুলবন ওসমান (শিশুসাহিত্য)
৭. জনাব কবীর চৌধুরী (অনুবাদ-সাহিত্য)

১৯৭৪
১. সুফী মোতাহার হোসেন (কবিতা)
২. বেগম রাজিয়া খান (উপন্যাস)
৩. জনাব সাইয়িদ আতীকুল-াহ্ (ছোটগল্প)
৪. জনাব আবদুল হক (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব মোবাশ্বের আলী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব সাজেদুল করিম (শিশুসাহিত্য)

১৯৭৫
১. জনাব আবুল হাসান (কবিতা)
২. জনাব শাম্‌স রাশীদ (উপন্যাস)
৩. জনাব মিন্নাত আলী (ছোটগল্প)
৪. জনাব আলী আহমদ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব সাঈদ আহমদ (নাটক)
৬. ড. আবদুল-াহ-আল-মুতী শরফুদ্দীন (শিশুসাহিত্য)
৭. জনাব আবদুস সাত্তার (অনুবাদসাহিত্য)

১৯৭৬
১. জনাব মতিউল ইসলাম (কবিতা)
২. বেগম দিলারা হাসেম (উপন্যাস)
৩. জনাব সুচরিত চৌধুরী (ছোটগল্প)
৪. জনাব সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব মমতাজউদদীন আহমদ (নাটক)
৬. জনাব ফয়েজ আহমদ (শিশুসাহিত্য)
৭. সরদার ফজলুল করিম (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৭৭
১. জনাব আবদুর রশীদ খান (কবিতা)
২. জনাব মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল-াহ্ (কবিতা)
৩. জনাব মাহমুদুল হক (উপন্যাস)
৪. মিরজা আবদুল হাই (ছোটগল্প)
৫. জনাব হাসনাত আবদুল হাই (ছোটগল্প)
৬. ড. মমতাজুর রহমান তরফদার (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৭. জনাব জিয়া হায়দার (নাটক)
৮. জনাব সুকুমার বড়ুয়া (শিশুসাহিত্য)
৯. জনাব আবদুল হাফিজ (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৭৮
১. জনাব কে. এম. শমশের আলী (কবিতা)
২. জনাব ইমাউল হক (কবিতা)
৩. বেগম রাজিয়া মজিদ (উপন্যাস)
৪. জনাব রিজিয়া রহমান (উপন্যাস)
৫. জনাব নাজমুল আলম (ছোটগল্প)
৬. জনাব শহীদ আখন্দ (ছোটগল্প)
৭. ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৮. জনাব আবদুল-াহ আল-মামুন (নাটক)
৯. কাজী আবুল কাশেম (শিশুসাহিত্য)
১০. জনাব মনিরউদ্দীন ইউসুফ (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৭৯
১. জনাব জিল্-ুর রহমান সিদ্দিকী (কবিতা)
২. জনাব আবু জাফর ওবায়দুল-াহ্ (কবিতা)
৩. জনাব আবদুশ শাকুর (ছোটগল্প)
৪. ড. জহুরুল হক (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. ড. আহমদ রফিক (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব শামসুল হক (শিশুসাহিত্য)
৭. জনাব আবু শাহরিয়ার (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৮০
১. জনাব দিল্ওয়ার (কবিতা)
২. জনাব সেলিনা হোসেন (উপন্যাস)
৩. জনাব হুমায়ুন কাদির (ছোটগল্প)
৪. ড. আবু মহামেদ হবিবুল-াহ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব আল-কামাল আবদুল ওহাব (শিশুসাহিত্য)
৬. জনাব নেয়ামাল বাসির (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৮১
১. জনাব ওমর আলী (কবিতা)
২. জনাব রফিক আজাদ (কবিতা)
৩. জনাব হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৪. বেগম লায়লা সামাদ (ছোটগল্প)
৫. জনাব আবদুল মান্নান সৈয়দ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৭. ড. হালিমা খাতুন (শিশুসাহিত্য)
৮. বেগম রাজিয়া মাহবুব (শিশুসাহিত্য)
৯. ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৮২
১. জনাব নির্মলেন্দু গুণ (কবিতা)
২. জনাব আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (ছোটগল্প)
৩. ড. গোলাম মুরশিদ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৪. ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব মামুনুর রশীদ (নাটক)

১৯৮৩
১. জনাব মহাদেব সাহা (কবিতা)
২. জনাব সুব্রত বড়ুয়া (ছোটগল্প)
৩. জনাব খালেকদাদ চৌধুরী (উপন্যাস)
৪. জনাব সেলিম আল্ দীন (নাটক)
৫. জনাব আবুল হাসনাত (মোহাঃ ইসমাইল) (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৭. জনাব হায়াৎ মামুদ (শিশুসাহিত্য)
১১. জনাব আবদার রশীদ (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৮৪
১. জনাব বেলাল চৌধুরী (কবিতা)
২. জনাব রশীদ হায়দার (উপন্যাস)
৩. জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৪. জনাব রফিকুল ইসলাম (প্রবন্ধ-গবেষণা)

১৯৮৫
এ বছর কেউ পুরস্কার পাননি।

১৯৮৬
১. জনাব মোহাম্মদ রফিক (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব হুমায়ুন আজাদ (সামগ্রিক অবদান)

১৯৮৭
১. জনাব আসাদ চৌধুরী (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব দ্বিজেন শর্মা (সামগ্রিক অবদান)

১৯৮৮
১. জনাব আবুবকর সিদ্দিক (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা (সামগ্রিক অবদান)

১৯৮৯
১. জনাব আজীজুল হক (সামগ্রিক অবদান)
২. সৈয়দ আকরম হোসেন (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯০
১. ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব জাহানারা ইমাম (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯১
১. জনাব বিপ্রদাশ বড়ুয়া (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব হাবীবুল-াহ সিরাজী (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯২
১. জনাব ইমদাদুল হক মিলন (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব মুনতাসীর মামুন (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৩
১. জনাব বশীর আল্হেলাল (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব খালেদা এদিব চৌধুরী (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৪
১. ড. ওয়াকিল আহমদ (সামগ্রিক অবদান)
২. সিকদার আমিনুল হক (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৫
১. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সামগ্রিক অবদান)

৮. গাজী শামছুর রহমান (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৯৬

১. জনাব মঈনুল আহসান সাবের (সামগ্রিক অবদান)
২. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৭

এ বছর কেউ পুরস্কার পাননি।

১৯৯৮

১. বেগম সন্‌জীদা খাতুন (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব মঞ্জু সরকার (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৯

১. জনাব নাসরীন জাহান (সামগ্রিক অবদান)

২০০০

এ বছর কেউ পুরস্কার পাননি।

২০০১

১. জনাব কায়সুল হক (কবিতা)
২. জনাব শামসুজ্জামান খান (গবেষণা)
৩. জনাব আলী ইমাম (শিশুসাহিত্য)

২০০২

১. জনাব জাহিদুল হক (কবিতা)
২. জনাব মোবারক হোসেন খান (গবেষণা)
৩. জনাব আবু সালেহ (শিশুসাহিত্য)

২০০৩

১. জনাব আবদুল হাই শিকদার (কবিতা)
২. জনাব সাঈদ-উর-রহমান (গবেষণা)
৩. জনাব মুশাররাফ করিম (শিশুসাহিত্য)

২০০৪

১. জনাব আমজাদ হোসেন (উপন্যাস)
২. জনাব মোজাম্মেল হোসেন মিন্টু (ছোটগল্প)
৩. জনাব মুহম্মদ আসাদ্দর আলী (গবেষণা)
৪. জনাব জাফর আলম (অনুবাদ)
৫. জনাব মুহম্মদ জাফর ইকবাল (বিজ্ঞান)
৬. জনাব ফরিদুর রেজা সাগর (শিশুসাহিত্য)

২০০৫

১. জনাব মকবুলা মনজুর (উপন্যাস)
২. জনাব রেজাউদ্দিন স্টালিন (কবিতা)
৩. জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (গবেষণা)
২. জনাব শাহরিয়ার কবির (সামগ্রিক অবদান)

২০০৬

১. জনাব শামসুল ইসলাম (কবিতা)
২. জনাব হরিপদ দত্ত (উপন্যাস)
৩. জনাব আলী আনোয়ার (প্রবন্ধ)
৪. জনাব মুহাম্মদ ইব্রাহীম (বিজ্ঞান)
৫. জনাব মান্নান হীরা (নাটক)
৬. জনাব আমীরুল ইসলাম (শিশুসাহিত্য)

২০০৭

১. কবি মনজুরে মওলা (কবিতা)
২. অধ্যাপক যতীন সরকার (প্রবন্ধ ও গবেষণা)
৩. জনাব লুৎফর রহমান রিটন (শিশুসাহিত্য)

২০০৮

১. ড. মাহবুব সাদিক (কবিতা)
২. ড. করুণাময় গোস্বামী (প্রবন্ধ ও গবেষণা)
৩. জনাব হেলেনা খান (শিশুসাহিত্য)

২০০৯

১. জনাব রফিকুল হক (শিশুসাহিত্য)
২. জনাব আনোয়ারা সৈয়দ হক (কথাসাহিত্য)
৩. জনাব অরুণাভ সরকার (কবিতা)
৪. জনাব রবিউল হুসাইন (কবিতা)
৫. ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী (গবেষণা)
৬. জনাব সুশান্ত মজুমদার (কথাসাহিত্য)

২০১০

১. জনাব রুবী রহমান (কবিতা)
২. জনাব নাসির আহমেদ (কবিতা)
৩. জনাব বুলবুল চৌধুরী (কথাসাহিত্য)
৪. ড. অজয় রায় (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)
৫. অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ (প্রবন্ধ ও গবেষণা)
৬. জনাব শাহজাহান কিবরিয়া (শিশুসাহিত্য)

২০১১

১. কবি অসীম সাহা (কবিতা)
২. কবি কামাল চৌধুরী (কবিতা)
৩. জনাব আনিসুল হক (কথাসাহিত্য)
৪. অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (প্রবন্ধ)
৫. অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ (গবেষণা)
৬. অধ্যাপক খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (অনুবাদ)
৭. জনাব বেলাল মোহাম্মদ (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৮. ড. বরেন চক্রবর্তী (ভ্রমণকাহিনি)
৯. অধ্যাপক আলী আসগর (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশক্ষেত্র)

৪. জনাব ফখরুজ্জামান চৌধুরী (অনুবাদ)

২০১২

১. কবি সানাউল হক খান (কবিতা)
২. কবি আবিদ আনোয়ার (কবিতা)
৩. অধ্যাপক হরিশংকর জলদাস (কথাসাহিত্য)
৪. অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা (প্রবন্ধ)
৫. অধ্যাপক ড. খোন্দকার সিরাজুল হক (গবেষণা)
৬. ড. ফকরুল আলম (অনুবাদ)
৭. জনাব মাহবুব আলম (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৮. জনাব তপন চক্রবর্তী (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ)
৯. জনাব মাহবুব তালুকদার (শিশুসাহিত্য)

২০১৩

১. কবি হেলাল হাফিজ (কবিতা)
২. শ্রীমতী পূরবী বসু (কথাসাহিত্য)
৩. জনাব মফিদুল হক (প্রবন্ধ)
৪. জনাব জামিল চৌধুরী (গবেষণা)
৫. জনাব প্রভাংশু ত্রিপুরা (গবেষণা)
৬. অধ্যাপক কায়সার হক (অনুবাদ)
৭. জনাব হারুন হাবীব (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৮. অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ)
৯. জনাব কাইজার চৌধুরী (শিশুসাহিত্য)
১০. জনাব আসলাম সানী (শিশুসাহিত্য)
১১. জনাব মাহফুজুর রহমান (স্মৃতিকথা ও ভ্রমণ কাহিনি)

২০১৪

১. কবি শিহাব সরকার (কবিতা)
২. জনাব জাকির তালুকদার (কথাসাহিত্য)
৩. অধ্যাপক শান্ড়ু কায়সার (প্রবন্ধ)
৪. অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবাল (গবেষণা)
৫. জনাব আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৬. জনাব মঈনুস সুলতান (স্মৃতিকথা ও ভ্রমণ কাহিনি)
৭. জনাব খালেক বিন জয়েন উদদীন (শিশুসাহিত্য)

২০১৫

১. জনাব আলতাফ হোসেন (কবিতা)
২. জনাব শাহীন আখতার (কথাসাহিত্য)
৩. জনাব আবুল মোমেন (প্রবন্ধ)
৪. জনাব আতিউর রহমান (প্রবন্ধ)
৫ অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান (গবেষণা)
১০. জনাব আখতার হুসেন (শিশুসাহিত্য)
৭. জনাব তাজুল মোহাম্মদ (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৮. জনাব ফারুক চৌধুরী (স্মৃতিকথা/আত্মজীবনী/ভ্রমণ)
৯. জনাব মাসুম রেজা (নাটক)
১০. জনাব শরীফ খান (বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও পরিবেশ)
১১. জনাব সুজন বড়ুয়া (শিশুসাহিত্য)

৬. অধ্যাপক আবদুস সেলিম (অনুবাদ)

বাংলা একাডেমির কর্মকর্তাদের নাম ও টেলিফোন নম্বর

কর্মকর্তার নাম	পদবী	টেলিফোন	
		অফিস	বাসা
শামসুজ্জামান খান	মহাপরিচালক	৫৮৬১১২১৪ ৫৮৬১১২১৫	৯১৩৭৬৬৮ ৮১২১৩১৪
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	সচিব	৫৮৬১১২১৬	
অপরেশ কুমার ব্যানার্জী	পরিচালক	৫৮৬১১১০৭	৯০১৫৮৩৪
মোহাম্মদ আবদুল হাই	পরিচালক	৫৮৬১১১০৮	৮৯৫২৮১৬
শাহিদা খাতুন	পরিচালক	৫৮৬১১২৪৬	৮৬২৮৪৪০
ড. মোঃ হাসান কবীর	পরিচালক	৫৮৬১১২৩৬	৮২৫৩৮৩৫
মো. মোবারক হোসেন	পরিচালক	৫৮৬১১২৪৯	৯৩৩১৪৭৭
ডা. খোন্দকার মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৫৮৬১১২৮১	৮১৩০২৮৭
ড. জালাল আহমেদ	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৫৮৬১১২৪০	৯১৩৪১৪০
ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৫৮৬১১২৩৮	৭২১৮০৫৬
রহিমা আখতার খাতুন	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৫৪	–
সমীর কুমার সরকার	উপপরিচালক	৯৬৬৭৪০৭	৯১১৩৯৪৯
নূরুন্নাহার খানম	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৫৬	৯১২৬৮৫৪
মুর্শিদুদ্দিন আহম্মদ	উপপরিচালক	---------	৯০০৫৮০৬
জি.এম. মিজানুর রহমান	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৫৮	৭৫৪৫৬১২
মোঃ আফজাল হোসেন	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৪৫	৭২১১৪০৩
ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ	ব্যবস্থাপক	৫৮৬১১২৫৩	৭৫৪৫৪৮৩
ড. সরকার আমিন	উপপরিচালক	৯৬৭৬৪৮০	৯৬৭৭০২৭
ড. মোঃ আমিনুর রহমান সুলতান	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৮০	৭১১০০৭৩
ড. তপন কুমার বাগচী	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৮২	-
ড. শাহাদাৎ হোসেন নিপু	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৪৭	
মোঃ মোস্তফা কামাল	উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৮৬২০৯৫৬	
মোঃ কামাল উদ্দীন আহমেদ	উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৫৮৬১১২৩৭	

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির
পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা

১. কর্মকর্তা	..... জন
২. কর্মচারী	১২ জন

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলা একাডেমিতে কোনো নিয়োগ প্রদান করা হয়নি।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির
স্বেচ্ছায় অবসর ও অবসরউত্তর ছুটি গ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী

কর্মকর্তা

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	পদনাম	অবসরউত্তর ছুটিভোগের তারিখ
১	জনাব জয়নুল আবেদীন	সহপরিচালক	২৬.০৯.২০১৫ (মৃত)
২	জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাই	পরিচালক	১৫.০৫.২০১৬

কর্মচারী

ক্রমিক	কর্মচারীর নাম	পদনাম	অবসরউত্তর ছুটিভোগের তারিখ
১	জনাব আবুল হুসেন	প্রবীণ কম্পোজিটর	০৭.০৯.২০১৫
	জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	প্রবীণ কম্পোজিটর	২৯.০৩.২০১৬
	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান	প্রবীণ মেশিনম্যান	৪.৪.২০১৬ (স্বে: অবসর)
	জনাব মোঃ ছায়েম উদ্দিন	জমাদার	০৩.০৬.২০১৬

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	দেশ	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
১	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	কলকাতা, ভারত	০৪.০৯.২০১৫ থেকে ০৮.০৯.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত০৫ (পাঁচ) দিন। '৫ম বাংলাদেশ বইমেলা কলকাতা ২০১৫' -এ অংশগ্রহণ
২	জনাব ফরিদ আহমেদ তালুকদার প্রকাশন অফিসার	কলকাতা, ভারত	০৫.০৯.২০১৫ থেকে ১৩.০৯.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত০৯ (নয়) দিন। 'বাংলাদেশ বইমেলা কলকাতা ২০১৫'-এ অংশগ্রহণ
৩	জনাব মোঃ আবু আবদুল-াহ ইমরান উচ্চমান সহকারী	কলকাতা, ভারত	ঐ
৪	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	লন্ডন ও জার্মানী	০৯.১০.২০১৫ থেকে ২০.১০.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত১২ (বারো) দিন। '৩য় বঙ্গবন্ধু বইমেলা ২০১৫, 'বাংলা একাডেমি বইমেলা ২০১৫, 'ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা ২০১৫, -এ অংশগ্রহণ
৫	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	টোকিও, জাপান	১০.১২.২০১৫ থেকে ১৪.১২.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত০৫ (পাঁচ) দিন। 'চতুর্থ বঙ্গবিদ্যা সম্মেলন, ২০১৫ -এ অংশগ্রহণ
৬	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	কলকাতা, ভারত	০২.০২.২০১৬ থেকে ০৫.০২.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত০৪ (চার) দিন। '৪০তম আন্ড়র্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা, ২০১৬-এ অংশগ্রহণ
৭	ড. জালাল আহমেদ পরিচালক	কলকাতা ভারত	০২.০২.২০১৬ থেকে ০৮.০২.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত১২ (বারো) দিন '৪০তম আন্ড়র্জাতিক কলকাতা ২০১৬'-এ অংশ গ্রহণ
৮	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	কলকাতা ভারত	২৩.০১.২০১৬ থেকে ০৮.০২.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত১২ (বারো) দিন। '৪০তম আন্ড়র্জাতিক কলকাতা ২০১৬'-এ অংশ গ্রহণ
৯	জনাব মোহাম্মদ আলী নিুমান সহকারী-মুদ্রক্ষরিক	কলকাতা ভারত	ঐ

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
১	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	টাঙ্গাইল ও নওগাঁ	২৫.০৭.২০১৫ থেকে ২৭.০৭.২০১৫ টাঙ্গাইল ও নওগাঁ জেলার পতিসরে সফর
২	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	চট্টগ্রাম	০৭.০৮.২০১৫ থেকে ০৮.০৮.২০১৫ ড. অনুপম সেন-এর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে অংশগ্রহণ
৩	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	গোপালগঞ্জ	১২.০৮.২০১৫ 'বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট অব লিবারেশন ওয়ার অ্যান্ড বাংলাদেশ স্টাডিজের বোর্ড অর্ব গভর্ণরস' এর দ্বিতীয় সভায় অংশগ্রহণ
৪	জনাব শাহিদা খাতুন পরিচালক	বগুড়া	২২.০৮.২০১৫ থেকে ২৩.০৮.২০১৫ আজিজুল হক কলেজ ক্যাম্পাসে ফোকলোর বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ
৫	জনাব মোঃ মোবারক হোসেন পরিচালক	বগুড়া	ঐ
৬	জনাব সায়েরা হাবীব সহপরিচালক	বগুড়া	ঐ
৬	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম সহপরিচালক	বগুড়া	ঐ
৭	জনাব ইসরাত জাহান পপী সহকারী সম্পাদক	বগুড়া	ঐ
৮	জনাব মোজাম্মেল হক আলোকচিত্র শিল্পী	বগুড়া	ঐ
৯	জনাব মোঃ আবিদ করিম সহকারী সম্পাদক	বগুড়া	ঐ
১০	জনাব মোঃ তানভীর আহমেদ পাণ্ডুলিপি সম্পাদক	বগুড়া	ঐ

১১	জনাব ওয়াহিদা মোমেন চৌধুরী পাণ্ডুলিপি সম্পাদক	বগুড়া	ঐ
১২	জনাব মোঃ ইমদাদুল হক প্রকাশন সহকারী	বগুড়া	ঐ
১৩	জনাব শাহিদা খাতুন পরিচালক	রাজশাহী	০৫.০৯.২০১৫ থেকে ০৮.০৯.২০১৫ পর্যন্তরাজশাহী জেলার বালিয়াঘাটা, হরগ্রাম, বারোঘরিয়া, বাঙালপাড়া ও বসন্তপুর এলাকায় ফোকলোর ফিল্ড ওয়ার্কে অংশগ্রণ
১৪	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম সহপরিচালক	রাজশাহী	ঐ
১৫	জনাব মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক আলোকচিত্র শিল্পী	রাজশাহী	ঐ
১৬	জনাব মোঃ আহমেদ ইসতিয়াক বাবু অফিস সহায়ক	রাজশাহী	ঐ
১৭	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	চট্টগ্রাম	১৫.০৯.২০১৫ চট্রগ্রাম জেলার আবুল ফজল স্মৃতি পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত আবুল ফজল স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ
১৮	জনাব শাহিদা খাতুন পরিচালক	টাঙ্গাইল	১৮.০৯.২০১৫ থেকে ১৯.০৯.২০১৫ টাঙ্গাইল-এর ভূঞাপুরে নাট্যরীতি ‘বেহুলার নাচাড়ি’র প্রতিযোগীতা এবং ফোকলোর ফিল্ড ওয়ার্কে অংশগ্রণ
১৯	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম সহপরিচালক	টাঙ্গাইল	ঐ
২০	জনাব মোজাম্মেল হক আলোকচিত্র শিল্পী	টাঙ্গাইল	ঐ
২১	জনাব মোঃ আহমেদ ইসতিয়াক বাবু অফিস সহায়ক	টাঙ্গাইল	ঐ
২২	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার	রাজবাড়ী	১২.১১.২০১৫ থেকে

	হোসেন সচিব		১৩.১১.২০১৫ পর্যন্তমীর মোশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র পরিদর্শন ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ
২৩	জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাই পরিচালক	রাজবাড়ী	ঐ
২৪	ড. মোঃ হাসান কবীর পরিচালক	রাজবাড়ী	ঐ
২৫	ডা. কে এম মুজাহিদুল ইসলাম পরিচালক	রাজবাড়ী	ঐ
২৬	জনাব এস এম জাহাঙ্গীর কবীর প্রকাশন অফিসার	রাজবাড়ী	ঐ
২৭	জনাব মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক আলোকচিত্র শিল্পী	রাজবাড়ী	ঐ
২৮	জনাব জাকির হোসেন শিকদার সহপাণ্ডুলিপি সম্পাদক	রাজশাহী	২৬.১১.২০১৫ থেকে ০৬.১২.২০১৫ পর্যন্তরাজশাহী কবিতার সংগঠন কবিকুঞ্জের উদ্যোগে রাজশাহীর শাহ্ মখদুম কলেজ এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গণে অংশগ্রহণ
২৯	মীর রেজাউল কবীর ক্যাটালগার	রাজশাহী	ঐ
৩০	মীর রেজাউল কবীর ক্যাটালগার	দিনাজপুর	১৩.১২.২০১৫ থেকে ২২.১২.২০১৫ পর্যন্তজাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে দিনাজপুর জেলার গোরে শহীদ ময়দান প্রাঙ্গণে অংশগ্রহণ
৩১	সৈয়দ স্বপন মিয়া সুদক্ষ মনো অপারেটর	দিনাজপুর	ঐ
৩২	জনাব মোঃ আফজাল হোসেন	গোপালগঞ্জ	১৪.০৩.২০১৬ থেকে ২০.০৩.২০১৬ পর্যন্তজাতির

	উপপরিচালক		পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৯৭তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জে অংশগ্রহণ
৩৩	জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার সহপরিচালক	গোপালগঞ্জ	ঐ
৩৪	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	চট্টগ্রাম	২৩.০৩.২০১৬ 'চট্টগ্রাম একাডেমি পুরস্কার ২০১৬' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী হিসাবে অংশগ্রহণ
৩৫	মীর রেজাউল কবীর ক্যাটালগার	সিলেট	১৫.০৪.২০১৬ থেকে ২৪.০৪.২০১৬ পর্যন্তজাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে সিলেট স্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে অংশগ্রহণ
৩৬	জনাব আঃ বারেক মোল-া নিম্মান সহকারী-মুদ্রক্ষরিক	সিলেট	ঐ
৩৭	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	নওগাঁ	১১.০৫.২০১৬ থেকে ১৩.০৫.২০১৬ পর্যন্তনওগাঁ জেলার পতিসরে সফর
৩৮	জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাই পরিচালক	নওগাঁ	০৯.০৫.২০১৬ থেকে ১৩.০৫.২০১৬ পর্যন্তনওগাঁ জেলার পতিসরে সফর
৩৯	জনাব শাহিদা খাতুন পরিচালক	নওগাঁ	ঐ
৪০	জনাব এস এম জাহাঙ্গীর কবীর প্রকাশন অফিসার	নওগাঁ	ঐ
৪১	জনাব মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক আলোকচিত্র শিল্পী	নওগাঁ	ঐ
৪২	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সহকারী সম্পাদক	নওগাঁ	ঐ
৪৩	মীর রেজাউল কবীর ক্যাটালগার	ঠাকুরগাঁও	১১.০৫.২০১৬ থেকে ১৩.০৫.২০১৬ পর্যন্তঠাকুরগাঁও

			জেলার ইএসডিও-এর যৌথ আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একডেমি মিলনায়তনে ‘উত্তরাঞ্চলের লোকসংস্কৃতি চর্চা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ
৪৪	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম উচ্চমান সহকারী	ঠাকুরগাঁও	ঐ
৪৫	জনাব অপরেশ কুমার ব্যানার্জী পরিচালক	চট্টগ্রাম	২৪.০৫.২০১৬ থেকে ২৫.০৫.২০১৬ পর্যন্তজাতীয় পর্যায়ে জাতায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ